দিশারী

জুন ২০২১

সম্পাদনা

ডঃ অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজ

৮/২ বিজয়গড় যাদবপুর,

কলকাতা ৭০০০৩২

পত্রিকা উপসমিতি

সম্পাদক ডঃ অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদকমন্ডলীর সদস্যবৃন্দ অর্ণব বন্দোপাধ্যায়, অপরাজিতা গুহ, সম্পা দেবনাথ, গার্গী সাহা কেশ, অভিজিৎ দাস, মৃণাল বীরবংশী, অভিষেক সামন্ত, সুরজিৎ সরকার, পলাশ প্রিয়া হালদার, সুনন্দিত চৌধুরী, অঙ্গিরা সেন, সোমা মজুমদার, বকুল শ্রীমানী , দেবাশীষ দাস।

কম্পোজ ও প্রুফ সংশোধন সন্দীপা মন্ডল

পরিকল্পনা ও রূপায়ণ শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশকাল জুন ২০২১

প্রকাশনা বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজ ৮/২ বিজয়গড় যাদবপুর কলকাতা, ৭০০০৩২

অলংকরণ হোয়াইট ফেদার একাডেমি,৪৫ দেবী নিবাস, দমদম , কলকাতা

মুদ্রণ কল্যাণী ফাউন্ডেশন ফর মিডিয়া সাইন্স এন্ড কমিউনিটি রিসার্চ, দমদম কলকাতা, ৭০০০৭৪

যোগাযোগ ৯২৩১৯২৩২৯২/৭০০৩৩১৪৪৬২

সম্পাদকের কলমে

বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় মহাবিদ্যালয় এর শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষক কর্মচারী বৃন্দ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের আন্তরিক চেষ্টায় দিশারীর নবতম সংখ্যাটি প্রকাশিত হলো। করণা অতিমারির প্রবল প্রকপের মধ্যেও দিশারী পত্রিকা সংখ্যাগুলি আমরা নিয়মিত প্রকাশ করতে পারছি। সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতায় ছাড়া যা সম্ভবপর হতো না। এই পত্রিকা ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ সৃজনশীল ক্রিয়াকর্মের উৎসাহ দেবে এটাই আমাদের প্রত্যাশা। সকলের সুস্থ জীবন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করি কামনা করি আগামী দিনেও এই পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় সকলকে পুঁথিগত বিদ্যার বাইরেও সৃজনশীল কর্মে উৎসাহদান এবং সাংস্কৃতিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করবে।

ড. অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

ডা.বি.আর. আম্বেদকর	আর্খিঁ ব্যানার্জি	৭
বেতার ফিচার	প্রশান্ত দাস	৮
হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়	শিবানী সরদার	৯
কলকাতা	তনুশ্রী দে	১১
পরিবেশ দূষণ	নিকিতা দে	১৪
মহিলাদের স্বাস্থ্যের জন্য যোগব্যায়াম	অর্পিতা বসু	১৬
মননে-প্রকৃতিপ্রেমে-আধ্যাত্মিকতা স্মরণে বিশ্বকবি	তুহিনা চক্রবর্তী	২০
বিশ্ব পরিবেশ দিবস নিয়ে আলোচনা	অনিশা খাতুন	২১
বিধ্বংসী সাইক্লনে প্রভাব এ আজ পরিবেশ অসহায়	আয়ুষী মিত্র	২২
ফেসবুক	শিবানী সরদার	২৩
কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ভবন	প্রশান্ত দাস	২৬
কোভিড-19 দ্বিতীয় তরঙ্গ এবং টিকা	অর্পিতা হালদার	২৭
আগন্তুক দাদুর গল্পমালা সত্যজিৎ রায়ের চরিত্র সমূহ অবলম্বনে	তপন বেরে	২৮
ঔষধ	শ্রুতি ঘোষ	৩৩
রেডিওর ইতিহাস	গৌরব কুন্ডু	৩৩
এতিম	সায়ন্তন চ্যাটার্জ্জী	৩৪

ডা.বি.আর. আম্বেদকর

আখিঁ ব্যানার্জি,ছাত্রী

ডা.বি.আর. আম্বেদকরের ১৩০ তম জন্মদিন আজ। তিনি ছিলেন একজন ভারতীয়ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ,রাজনৈতিক,নেতা, বৌদ্ধ আন্দোলনকারী, দার্শনিক,চিন্তাবিদ, নৃতত্ত্ব বিদ, ঐতিহাসিক, সুবক্তা, বিশিষ্ট লেখক, অর্থনীতিবিদ, পণ্ডিত, সম্পাদক, রাষ্ট্রবিপ্লবী ও বৌদ্ধ পুনর্জাগরণবাদী। তিনি ভারতের সংবিধানের খসড়া কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতিও ছিলেন। তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী এবং ভারতের দলিত আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। ইনি ভারতের সংবিধানের মুখ্য রচয়িতা ।

ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম জনক ডা. বাবাসাহেব ভীমসাহেব আম্বেদকরের ১৩০ তম জন্মবার্ষিকী পালিত হল ভার্চুয়ালি, বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজে। এই অনুষ্ঠান আয়োজনে ছিল উক্ত কলেজের সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ। সহযোগিতায় ছিল আই.কিউ.এ.সি. এবং এস.টি, এস.সি ও ওবিসি বিভাগ। আজকের ওয়েবিনারের বিষয় ছিল ‘সামাজিক ন্যায় ও আম্বেদকর’। মুখ্য বক্তা ছিলেন সাধন চন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. সৌমেন চক্রবর্তী। ওয়েবিনারের সময়সীমা ছিল বিকেল ৫ টা। উপস্থিত ছিলেন উক্ত কলেজের অধ্যক্ষা ড. রাজ্যশ্রী নিয়োগী, ছিলেন সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক তথা ওয়েবিনারের আহ্বায়ক ড. অর্নব বন্দ্যোপাধ্যায়, আই.কিউ.এ.সি. সমন্বায়ক ড. প্রসেঞ্জিত দাস এবং আই.কিউ.এ.সি. সমন্বায়ক শম্পা দেবনাথ।

প্রথমে উক্ত কলেজের সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগের প্রধান ড. অর্নব বন্দ্যোপাধ্যায় আজকের বক্তাকে আজকের অনুষ্ঠানে স্বাগত জানালেন এবং সকলের কাছে পরিচয় দিলেন। বক্তা সৌমেন স্যার আশুতোষ কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যথাক্রমে রাস্ত্রবিজ্ঞানে বি. এ. এবং এম. এ. পাশ করেন। পড়ে পি. এইচ. ডি. পাশ করেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এছাড়া ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অব হিউম্যন রাইটস থেকে মানবাধিকার থেকে প্রথম শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা অর্জন করেন। যোগদান করেছেন একাধিক জাতীয় আর্ন্তজাতিক সেমিনার ও ওয়েবিনারে। পরবর্তীতে বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজের অধ্যক্ষা ম্যাডাম বক্তা সৌমেন স্যার কে আজকে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বাগত জানালেন। তিনি বলেন, স্বাধীন ভারতের সংবিধানের রূপকার ডা. বি. আর. আম্বেদকর।

এরপর বক্তা ডা. বি. আর. আম্বেদকর কে স্মরণ করে এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের বিষয়ে আলোকপাত করেন। একবিংশ শতাব্দীতে ভারতে দাঁড়িয়ে আজ আম্বেদকর কেন আজও প্রাসঙ্গিক তা নিয়ে আলোচনা করেন তিনি। অষ্টাদশ শতকে অনেক সমাজ বিজ্ঞানী মনে করতেন জাতপাতের উদ্ভব কীভাবে হয়েছে, কোন পরিবেশ রাজনীতিকে দূর্বল করে তুলেছে তা জানতে পারলে উপকার হবে সমাজের। জনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রবর্তণ করা সম্ভব হবে। দারিদ্র সীমার নীচে যারা বসবাস করেন তারা নিচু দলিত সম্প্রদায়। আম্বেদকর চেয়েছিলেন নিচু দলিত সম্প্রদায়ের মানুষেরা নিজেদের কে শিক্ষার আলোতে নিয়ে আসুক, উচ্চশিক্ষিত হয়ে উঠুক। বক্তা আরও জানাণ, সমাজসংস্কারক হিসাবে আম্বেদকর নিপীড়িত সমাজকে কীভাবে বের করে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি সংবিধানের রূপকার হিসাবে যে কাজ করেছিলেন তা স্মরণীয়। ব্যাক্তিস্বাধীনতা ও সাম্যের সমর্থক ছিলেন তিনি। ১৯৪৯ সালে ২৫ শে নভেম্বর তিনি বলেন, ১৯৫০ সালের ২৬ শে জানুয়ারি মানুষ এক দাম্ভিক জীবনে প্রবেশ করবে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের বৈষম্য নিয়েও তিনি চিন্তা করেন। ভারতীয় হিন্দু ধর্মে চারটি শ্রেণি হল- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। হিন্দু সংস্কৃতি একধরনের জীবনী শক্তির অধিকারী। সাইমন কমিশনের কাছে আম্বেদকর দাবি করেছিলেন দলিত সম্প্রদায়কে হিন্দু সমাজের কাছে একনিষ্ঠ হিসাবে উপস্থাপন করতে। পৃথক নির্বাচন মণ্ডলের দাবিও জানিয়েছিলেন। সেটি জাতিসত্তাভেদের অঙ্কুরোদগম ছিল বলা যেতে পারে। সেসময় ভারতের অনেক মানুষ কর্মক্ষেত্রে অসংগঠিত ছিল। অসংগঠিত শ্রমিক সম্প্রদায় বঞ্চনার এবং শোষণের বেড়াজালে আব্দধ ছিল। বিশ্বায়নের যুগে যুব সমাজ, তারুন্য শক্তি আই.সি.ই. (ইনফরমেশান কমিউনিকেশন এন্টারটেনমেন্ট) এ ঢাকা পড়ে গেছে বলে মনে করতেন আম্বেদকর। আজ উচিৎ হবে রাষ্ট্রনায়কদের আম্বেদকরের কথা গুলিকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা। বর্তমানে প্রান্তিক মানুষের জাগরণ প্রয়োজন। ব্রিটিশরা চলে গেছে কিন্তু তাদের ছায়া সংবিধানে রয়ে গেছে। স্বতন্ত্র সংবিধান গড়ে তুলতে হবে।

বেতার ফিচার

প্রশান্ত দাস ,ছাত্রী

বেতার ফিচার বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত। বেতার ফিচারকে রেডিও ডকুমেন্টারিও বলা হয়ে থাকে। এটি রেডিওতে সম্প্রচারিত করার পাশাপাশি টেপ, সিডি এবং পডকাস্টের মতো মিডিয়াগুলির মাধ্যমে বিতরণ করা হয়। একটি রেডিও ডকুমেন্টারি বা ফিচারটি এক বা একাধিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গভীরতার সাথে একটি বিষয়কে কভার করে, প্রায়শই সাক্ষাৎকার,

ভাষ্য এবং শব্দযুক্ত চিত্র সমন্বিত করে। একটি রেডিও ফিচারে মূল সংগীত রচনাগুলি এবং সৃজনশীল শব্দ নকশা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে বা ঐতিহ্যবাহী সাংবাদিকতা বেতার প্রতিবেদনের অনুরূপ হতে পারে।

বিশেষত ভারত, ইরান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং মালয়েশিয়ার মতো উন্নয়নশীল দেশগুলিতে রেডিও ডকুমেন্টারি জনপ্রিয়। উদাহরণস্বরূপ ভারতে, জনগণের নমনীয়তা, দক্ষতা এবং ক্ষমতার কারণে রেডিও ডকুমেন্টারি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ড্যানিশ ইকবাল যিনি মূলত একজন নাটক নির্মাতা তিনি নাটকীয় আখ্যানের উপাদানগুলিকে একত্র করে কিছু স্মরণীয় রেডিও ডকুমেন্টারি তৈরি করেন। তাঁর ডকুমেন্টারি "ইয়ে রিশতা কেয়া কেহলতা হ্যায়" কার্যকর বর্ণনাকারী এবং পরিবেষ্টিত শব্দগুলির ব্যবহারের জন্য এটি ক্লাসিক হিসাবে বিবেচিত হয়। এই প্রামাণ্যচিত্রে কাশ্মীরি শিকারা ওয়ালা এবং দিল্লিতে তাঁর অটোরিকশা চালক বন্ধুটির মধ্যে অদেখা সেতুর হৃদয়গ্রাহী বিবরণ উপস্থাপন করা হয়েছে। যদিও তারা কখনও একে অপরের সাথে দেখা করেন নি তবে তাদের অদেখা বন্ধন এই বিরল ডকুমেন্টারিটির বিষয় যা রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং আঞ্চলিক কুসংস্কারের বাধা অতিক্রম করে।

সুতরাং একটি রেডিও ফিচার প্রযুক্তিগতভাবে বলতে গেলে, এটি একটি 30 থেকে 60 মিনিটের একটি রেডিও নাটকের সাথে সম্পর্কিত অর্থপূর্ণ ক্ষেত্র থেকে বিস্তৃত সম্প্রচার যা মূল শব্দ (সাক্ষাৎকার) এবং লেখকের পাঠ্য (মহাকাব্য বা প্রাকৃতিক ধরণ) থেকে শব্দ এবং সংগীত পর্যন্ত সমস্ত উপাদানকে ধারণ করতে পারে।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শিবানী সরদার,ছাত্রী

হরিশ্চন্দ্র মুখপাধায়=একজন সাংবাদিক এবং সমাজসেবক। তিনি তার হিন্দু পেট্রিয়ক পত্রিকার মাধ্যমে নীলকর সাহেপদের অত্যাচারের কথা সবার সবার কাছে তুলে ধরেন। জন্ম-২৪ জুলাই ১৮২৪ মৃত্যু- ১৬ জুন ১৮৬১

হিন্দু পেট্রিয়ট=হরিশ্চন্দ্রের সাথে হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার নাম জরিয়ে আছে। হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকাটির জন্যই মাত্র ৮ বছরের মধ্যে হরিশ্চন্দের খ্যাতি প্রায় সারা ভারতে ছরিয়ে পরে ছিল। এমন কি ইউরপের শিক্ষিত সমাজেও তার নাম প্রাচারিত হয়ে ছিল। হিন্দু পেট্রিয়াট পত্রিকার প্রথম ১৮৫৩ খিস্টাব্দে ৬ জানুয়ারি প্রকাশিত হয়। এটি ছিল একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা । এই

পত্রিকার প্রবর্তক এবং প্রথম সবপ্তাধিকারি মধুসুধন রায়ের চিঠি থেকে যানা জায় হরিশ্চন্দ্র ছিলেন প্রথম পত্রিকার সম্পাদক। আরাই বছর ধরে হরিশ্চন্দ্র বিনা পারিশ্রমিকে প্রায় একাই হিন্দু পত্রিকার পরিচালনা করে। এরপর তিনি এই পত্রিকার সবতাধিকারি মধুসুধন রায়ের কাছ থেকে হিন্দু পেট্রীয়ট প্রেস এবং কাগজের স্বত্ব কিনে নেন। হরিশ্চন্দ্র সেই সময় কার্যকারী হয়ায় সেই সময় নিজের নামে এই পত্রিকা কিনতে পারেননি। তিনি তার দাদা হারাঞ্চন্দের নামে এই কাগজের বৈদুতিক টেলিগ্রাফ মারফত বৈ্দেশিক সংবাদ সংগ্রহের বেবস্থা করেন । তিনি পত্রিকা টিকে একটি আধুনিক পত্রিকায় পরিনত করেন। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে শেষ অবধি এই পত্রিকার হরিশ্চন্দ্রইকে আথিক লক্সানের স্পমুখিন হতে হয়।

হিন্দু পেট্রিয়াট পত্রিকার প্রথম থেকেই হরিশ্চন্দ্র সমাজের নিম্নতম শ্রেনির মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য লরাই শুরু করেন। তিনি সাধারন মানুষের উপরে পুলিশের অত্যাচারে বিরুধে সরব হন। বাংলার চাষিদের উপরে নীলকরদের অত্যাচার বন্ধের জন্য তিনি বাংলার উচ্চশ্রেনি মানুষদের এগিয়ে আস্তে বলেন। তিনি ততকালিন সরকারের আমদানি রপ্তানির নিতিরও তিব্র সমালচনা করেন। তিনি ভারত থেকে চাল, চিনি তৈল্বিজের মত নিত্য প্রয়জনিয় জিনিস রপ্তানি করে মদ প্রভিতি বিলাসদ্রব আমদানির বিরধিতা করেন। হরিশ্চন্দ্র হিন্দু পেট্রিয়াট সম্পাদক রুপে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ বহু সংবাদ ও প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি সমস্কৃত ভাষার প্রসার ও মাতৃ ভাষার শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে আলচনা করেন। হিন্দু পেট্রিয়াটের সম্পাদকিয়দের প্রাচিন বাংলার সাহিত্যদের উল্লেখ থেকে প্রমানিত হয় যে বাংলার ভাষার প্রতি হরিশ্চন্দের অনুরাগ ছিল। সেই সময় যে সব বাংলা বি প্রকাশিত হত তার সমালচনা হিন্দু পেট্রিয়টে প্রকাশিত হত। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে মাঝামাঝি সাওতাল বিদ্রহি শুরু হয়। ক্রমবরধমান সরকারি খাজনার চাপ, জমিদার, জোতদার ও মহাজন্দের শোষণে ফলে তারা খুব অসুবিধার মধ্যে পরে ছিল। সাওতালদের হাতে বহু সেনা প্রান হারান। এই বিদ্রহিদের নেতা সিধু ও কানুকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে মারা হয়ে ছিল। পনের থেকে পচিশ হাজার সাওতাল মারা জান। কিন্তু হরিশ্চন্দ্র এই মত দেন যে কোঠর শাসনের ফলেও সাওতাল্রা বিদ্রহ করতে বাধ্য হয়। হরিশ্চন্দ্র লর্ড ডালহৌসির রাজ্যগ্রাস নিতি কোঠর সমালচনা করেন। গভানর জেনারেল দালহৌস্রি সমালচনা করার এই দুঃসাহস সরকারিও বেসকারি মহলকে চমকে দিয়েছিল। হিন্দু পেট্রিয়টের শুরু থেকেই তিনি নীল চাষিদের স্রাথরক্ষায় মনোযোগ দিয়েছিলেন । ১৮৫৪ থেকে হরিশ্চন্দ্র নীলকরদের বিরুধে চাষিদের পক্ষ নিয়ে লেখা শুরু করেন। ১৮৫৮ খ্রিঃ শেষ থেকে তিনি নিয়মিত ভাবে নীলকরদের বিরুধে লিখতে থাকেন। গ্রাম বাংলার বহু নিপীড়িত নীলচাষীরা কলকাতার ভবানি পুরে হরিশ্চন্দ্র বাড়িতে এসে ধরনা দিত।হরিশ্চন্দে্ বহু্ অথ এই মানুষদের আহার ও আশ্রয় দিতে খরচ হয়ে জেত। হরিশ্চন্দ্র প্রতিটি চাষির ব্যাক্তিগত সমস্যা সুনে তাকে উপযুক্ত পরামর্শ দিতেন।

কলকাতা

তনুশ্রী দে ,ছাত্রী

১। কেমন করে কলকাতার নাম হল?

উঃ সম্রাট আকবর ১৫৯৬ সালে কোনো বৈদেশিক দ্বারা রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে একটা নকশা তৈরি করতে আদেশ দেন। ঐ বিদেশি কলকাতায় এসে কোনো চাষিকে ফরাসি ভাষায় জায়গার নাম জিজ্ঞাসা করলে মাঠে কর্মরত মূর্খ চাষি বুঝল সাহেব তাকে কবে ধান কাটা হয়েছে জিজ্ঞাসা করছে। চাষি উত্তরে বলল, 'কাল কাটা' অর্থাৎ ধান গত কাল কাটা হয়েছে। তিনি বুঝলেন জায়গার নাম 'ক্যালকাটা'। এটিই আকবরের নকশায় লিখেছিল।

২। কলকাতার নাম আলিনগর হয়েছিল কবে?

উঃ ১৭৫৬ সালে নবাব সিরাজউদৌল্লা কলকাতা দখল করে নাম দেন আলিনগর।

৩।ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল -এর নকশা কে করেন?

উঃ স্যার উইলিয়াম এমারসন।

৪। কলকাতা পুলিশের প্রধান কার্যালয় কোথায়?

উঃ লালবাজার।

৫। কলকাতায় হাইকোর্ট কবে তৈরি হয়?

উঃ ১৮৬২ সালে।

৬। প্রেসিডেন্সি কলেজ কবে স্থাপিত হয়?

উঃ ১৮৮৫ সালে

৭। কলকাতার ফুটবলের জনক কে?

উঃ নগেন্দ্র প্রসাদ সর্বাধিকারী।

৮। কলকাতার- ক্যালকাটা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথারিটি (সি, এম, ডি, এ) কবে গঠিত হয়?

উঃ ১৯৭০ সালে।

৯। ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গ কবে স্থাপিত হয়?

উঃ দূর্গের কাজ আরম্ভ হয় ১৭৫৭ সালে, ১৭৭৩ সালে ৩রা ফেব্রুয়ারী কাজ শেষ হয়।

১০। কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং কবে তৈরি হয়?

উঃ ১৭৮০ সালে।

১১। শিয়ালদহ স্টেশন কবে তৈরি হয়?

উঃ ১৮৬৯ সালে।

১২। রামকৃষ্ণ মিশন কত সালে, কে প্রতিষ্ঠা করেন?

উঃ ১৮৯৭ সালে স্বামী বিবেকানন্দ।

১৩। কলকাতায় কবে প্রথম পাকা রাস্তা তৈরি হয়?

উঃ সার্কুলার রোড প্রথম পাকা রাস্তা। ১৭৪২ সালে কাজ শুরু হয়, শেষ হয় ১৭৮০ সালে।

১৪। কলকাতায় বোটানিক্যাল গার্ডেন কবে কোথায় তৈরি হয়?

উঃ শিবপুরে, হুগলী নদীর তীরে। তৈরি হয় ১৭৮৬ সালে।

১৫। কলকাতার জুলজিক্যাল গার্ডেন কবে তৈরি হয়?

উঃ ১৮৭৬ সালে।

১৬। কলকাতায় টালা ট্যাঙ্ক কবে নির্মিত হয়? কত ফুট উঁচু?

উঃ ১৯১১ সালে নির্মিত হয়। ১১০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত।

১৭। কলকাতার রাস্তায় প্রথম ট্যাক্সি কবে চালু হয়?

উঃ ১৯০৬ সালে, ভাড়া প্রতি মাইল আট আনা।

১৮। কলকাতায় রিক্সা চলে কবে?

উঃ ১৯১৩-১৯১৪ সালে।

১৯। কলকাতায় অটোরিকশা চলে কবে?

উঃ ১৯৮০ সালে।

২০। কলকাতায় যাদুঘরের উদ্বোধন হয় কবে?

উঃ ১৮৭৮ সালে।

২১। কলকাতায় প্রথম গ্রন্থাগার স্থাপিত হয় কবে?

উঃ ১৭৯৪ সালে। এশিয়াটিক সোসাইটি

২২। কলকাতায় প্রথম বৈদ্যুতিক ট্রেন চলে কবে?

উঃ ১৯৫৮ সালে ৩রা মার্চ থেকে হাওড়া থেকে ব্যান্ডেল পর্যন্ত।

২৩। কলকাতায় বিধবা বিবাহ প্রথম কবে হয়?

উঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্যোগে ১৮৫৬ সালে।

২৪। কলকাতার দূরদর্শন কেন্দ্র চালু কবে হয়?

উঃ ১৯৭৫ সালে ৯ ই আগস্ট।

২৫। কলকাতায় আবহাওয়া নির্ণয় করার অফিস কোথায় ?

উঃ আলিপুরে।

২৬। কলকাতায় প্রথম ফুটপাত কোথায় তৈরি হয়?

উঃ ১৮৬১ সালে ওল্টকোর্ট হাউস স্ট্রীটে।

২৭। কলকাতায় টেলিফোন ব্যবস্থা কবে চালু হয়?

উঃ ১৮৮৯ সালে।

২৮। কলকাতায় প্রথম কলেজ স্থাপিত হয় কোথায় ?

উঃ ১৮০০ সালে, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ।

২৯। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট কারা?

উঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টপাধ্যায় ও যদুনাথ বসু।

৩০। কলকাতায় ভারতরত্ন উপাধি প্রথম কে পেয়েছিলেন?

উঃ বিধানচন্দ্র রায

৩১। কলকাতায় দক্ষিণেশ্বরের মন্দির কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?

উঃ ১৮৫৫ সালে।

৩২। কলকাতায় রসগোল্লা আবিষ্কার করেন কে? কবে?

উঃ নবীনচন্দ্র দাস, ১৮৯৩ সালে।

৩৬। হাওড়া ব্রিজ কবে নির্মাণ হয়?

উঃ ১৯২৭ সালে।

৩৭। কলকাতায় কে প্রথম নোবেল পুরষ্কার পেয়েছেন?

উঃ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পরিবেশ দূষণ

নিকিতা দে,ছাত্রী

মানুষ পরিবেশের সন্তান। এই পরিবেশের মধ্যে তারা লালিত পালিত হয়। আমার এই পরিবেশে বিরূপ হয়ে মানুষকে মৃত্যুর আলিঙ্গনে বন্দী করে, এমনকি মানুষের মূল বুনিয়াদ শেষ করে দিয়ে যায় । পরিবেশের এই সর্বব্যাপী ভূমিকার কথা বলতে গিয়ে ইংরেজ কবি ডব্লিউ বি ইয়েটস টেন পরিবেশে আমাদের উত্থান ,পরিবেশেই আমাদের বিলয়। পরিবেশকে স্বচ্ছ নির্মল রাখার মধ্যেই নিহিত আছে আমাদের জীবনী শক্তির উৎস ।

মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলে পরিবেশ ও তার উপদানের অস্বাভাবিক পরিবর্তন ও বিপর্যয়ই হলো পরিবেশ দূষণ। আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তা নিয়েই আমাদের পরিবেশ।আমাদের চারপাশের ভৌত অবস্থা, জলবায়ু ও বিদ্যমান সকল জীব এবং জৈব পদার্থর সমন্বয়ই হলো পরিবেশ। কোনো কারনে যদি পরিবেশের কোনো উপাদানের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয় তাহলেই তাকে পরিবেশ দূষণ বলে। বস্তুত মানব সৃষ্ট বিভিন্ন কারণেই পরিবেশ দূষণ হয়।

অসুস্থ বিশ্ব-পরিবেশের জন্যে প্রকৃতপক্ষে মানুষই দায়ী। নির্বিচারে অরণ্য উচ্ছেদের কাজে বিবেচক মানুষের হাতে উঠেছে নিষ্ঠুর কুঠার। যা পরিবেশ ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার অন্যতম কারণ। ক্রমবর্ধমান মানুষের চাহিদার কারণে ঘরবাড়ি শিল্প কারখানা আসবাবপত্র তৈরির কাজে ব্যাপক হারে বাড়ছে বৃক্ষ নিধন।

এছাড়াও দৈনন্দিন জীবনে কলকারখানা, যানবাহনে প্রতিমুহূর্তে পুড়ছে কাঠ, তেল, কয়লা। শিল্প কারখানা থেকে নির্গত কালো ধোঁয়া ও বর্জ্য পদার্থ পরিবেশকে দূষিত করে। রাসায়নিক সার থেকে শুরু করে পলিথিন জল ও মাটিকে দূষিত করছে। যুদ্ধে ব্যবহৃত পারমাণবিক অস্ত্র বোমা পরিবেশের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

প্রাকৃতিক ভাবেও পরিবেশ দূষণ হয়, প্রাকৃতিক কারণের অন্তর্ভুক্ত হলো দাবানল, আগ্নেয়গীরি ইত্যাদি। তবে প্রকৃতি সৃষ্ট দূষণের শোধনকত্রী প্রকৃতি নিজেই অপরপক্ষে, মানবসৃষ্ট দূষণ এতো বেশি যে প্রকৃতি তা শোধনে অক্ষম এবং মানুষেরও নাগালের বাইরে।

প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের উৎস ভিন্ন। প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্ম সহ জাগতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। সামাজিক পরিবেশ হলো শহর নগর ,যানবাহন, কল কারখানা, মানুষ। সজ্ঞানে অথবা অজ্ঞানই মানুষই পরিবেশকে দূষিত করে জীবজগৎ টাকে সঙ্কটের মুখে ঠেলে দেয়। বর্জ্য পদার্থ ফেনী নদীর জল খেয়ে মানুষ করে তোলে অপেয়। অক্সিজেন বা জীবনবায়ু আমাদের বাঁচিয়ে রাখে সেই বাতাসকে কলেজ ধোয়া ধুলোর এবং রাসায়নিক বজ্র পদার্থ দিয়ে মানুষ বিষাক্ত করে তোলে। খাদ্যে ভেজাল ঢুকিয়ে মানুষই আমাদের জীবনী শক্তিকে দুর্বল করে দিচ্ছে। বিভিন্ন কীটনাশক এর অপরিকল্পিত প্রয়োগ রাসায়নিক সারের ব্যবহার প্রতি মুহূর্তে পৃথিবীর জীবনকে করে তুলছে বিপন্ন। পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার নানাবিধ মানবিক অনাচারে গোটা পৃথিবীর সামনে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে আমাদের শরীরে ডুকছে এসব ভয়ঙ্কর বিষ। জনসংখ্যা দ্রুত বিস্তার এবং ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের শিকার হয়ে অরণ্য পাহাড় ধ্বংস করছে মানুষ। এর ফলে কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন মনোক্সাইড এর পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে বাতাসে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য হীনতা পৃথিবীর বিশাল অঞ্চলকে মরুভূমিতে পরিণত করছে।

পরিবেশ দূষণের সাক্ষাৎ ফলশ্রুতি -- বিশ্বময় খরা,অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ আর মন্বন্তর। কমে যাচ্ছে মানুষের গড় আয়ু। অকাল মৃত্যুর পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হচ্ছে বেশি। নিত্যনতুন মরণব্যাধির কামড়ে মানুষকে জীবন যুদ্ধের অর্থ সৈনিকে পরিণত করছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে মানুষের একমাত্র বাসভূমি পৃথিবীর অস্তিত্বই বিলুপ্ত হতে পারে।

পরিবেশ দূষণের ভয়াবহ পরিণাম থেকে নিস্তার পাওয়ার উপায় এখনই অনুসন্ধান করা উচিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মানুষ তার অনিয়ন্ত্রিত আচরণে যে সমস্যার সৃষ্টি করছে মানুষই পারবে নিষ্ক্রমণ এর রাস্তা আবিষ্কার করতে। একথা আজ সবাইকে অনুধাবন করতে হবে পরিবেশ বিরূপ হলে আমাদের বাঁচার পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। জীবজগৎ কে বাঁচাতে পরিবেশের ভারসাম্য

প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এর জন্য সর্বাগ্রে চাই পরিবেশ চেতনা। শিক্ষাঙ্গনে পরিবেশ, বিজ্ঞান কি নিত্য পাঠ্য আবশ্যিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। যৌন মাধ্যমকে নিতে হবে সক্রিয় ভূমিকা।

মনে রাখতে হবে সুস্থ পরিবেশ সুস্থ জীবনের অঙ্গীকার। পরিবেশ কি সুন্দর করে বাঁচিয়ে রাখার মানে নিজের বেঁচে থাকা সুনিশ্চিত করা। আগামী প্রজন্মের জন্য একটি পৃথিবী নির্মাণের দায়িত্ব আমাদের এ কথা মনে রেখে আমাদের জীবন শুরু করতে হবে।

মহিলাদের স্বাস্থ্যের জন্য যোগব্যায়াম

অর্পিতা বসু,ছাত্রী

একজন মহিলার জীবনে তিনি যে অনেক ভূমিকা পালন করেন তার জন্য পরিচিত। তিনি শৈশব থেকে বয়ঃসন্ধি এবং মাতৃত্ব থেকে মেনোপজ পর্যন্ত জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে যাত্রা করেন। যোগব্যায়াম একটি অবিচল সঙ্গী হয়ে উঠতে পারে যা তাকে শারীরিক, মানসিক এবং মানসিক শক্তি দিয়ে সজ্জিত করে যেকোন এবং সমস্ত চ্যালেঞ্জকে সাহসের সাথে মোকাবেলা করার জন্য, এবং সহজেই যোগব্যায়াম তার সামগ্রিক নিরাময় বৈশিষ্ট্য সহ প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষকে সাহায্য করে আসছে। ভারতীয় উপমহাদেশে উদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও, যোগব্যায়াম বিশ্বজুড়ে সমস্ত জাতি, সংস্কৃতি, লিঙ্গ এবং বয়স জুড়ে শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক সহায়তা প্রদান করেছে। আসনগুলির মাধ্যমে যোগব্যায়ামের শারীরিক অনুশীলন সমস্ত বয়স এবং লিঙ্গের লোকদের সমানভাবে পরিবেশন করে। যাইহোক, কিছু ব্যায়াম আছে যা মহিলাদের জন্য বিশেষভাবে উপকারী বলে জানিয়েছেন। যোগ দর্শন অনুসারে, মহিলাদের ভারতীয় দেবী দুর্গার প্রকাশ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তারা গ্রহে জীবনের উৎস এবং সমস্ত ধরণের শক্তির মিলনের কারণ হিসাবে পালিত হয়। এখানে কয়েকটি যোগব্যায়াম রয়েছে যা প্রতিটি মহিলার তার শরীর, মন এবং আত্মার ভাল স্বাস্থ্যের জন্য অনুশীলন করা উচিত।

অনেক বিশেষজ্ঞ মহিলাদের জন্য যোগব্যায়ামের পরামর্শ দিয়েছেন যাতে তারা সফলভাবে তাদের সময়ের একাধিক চাহিদা পূরণ করতে সহায়তা করে। বড় স্বপ্ন দেখার সাহস থাকলে নারীরা সবসময়ই কঠিন ছিল। তারা সুপারম্যানের মত জীবনযাপন করে সব সময় মাল্টি-টাস্ক করবে – দিনে নিয়মিত অফিস কর্মী এবং রাতে সুপারহিরো। নারীদের অবশ্যই দক্ষতা ও

অনুগ্রহের সাথে তাদের গার্হস্থ্য দায়িত্ব পালন করতে হবে না, বরং পুরুষদের সাথে সমানভাবে তাদের শিক্ষা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতাকে ন্যায্যতা দিয়ে চার দেয়ালের বাইরেও কাজ করতে হবে।

সারা বিশ্ব জুড়ে নারীদের একই সময়ে অনেক বল বাতাসে রাখতে সক্ষম হতে হবে যাতে তাদের একটিও যে কোনো সময় পড়ে না যায়। এই কারণেই যোগব্যায়াম মহিলাদের জন্য আশীর্বাদ বলে মনে হবে। যোগব্যায়াম হল তাদের চেষ্টা এবং কর প্রদানের জগতে বিচক্ষণতা এবং নির্মলতা অর্জনের একটি উপায়। সহজ শ্বাস-প্রশ্বাসের কৌশল নারীদের শান্ত হতে এবং দক্ষতা ও ভদ্রতার সাথে তাদের একাধিক দায়িত্ব সামলাতে সাহায্য করবে।

যোগব্যায়াম মহিলাদের জন্য তাদের শরীরকে নমনীয় করার চেয়ে আরও বেশি কিছু করে। এটি মনের ভারসাম্য এবং আত্মাকে পুষ্টি দেয়। এই কারণেই মহিলাদের যোগব্যায়ামকে তাদের ওভারলোডেড সময়সূচীর অন্য কাজ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয় বরং একটি প্রয়োজনীয় কার্যকলাপ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত যা তাদের অন্যান্য বাধ্যবাধকতাগুলিকে সর্বোত্তমভাবে পরিচালনা করতে সহায়তা করবে। যোগব্যায়াম সম্পর্কে যে যৌক্তিক প্রশ্ন উঠছে তা হল কখন শুরু করতে হবে। এই কেকের উপর আইসিং যতদূর পর্যন্ত মহিলাদের জন্য উদ্বিগ্ন কারণ যোগব্যায়াম সব বয়সের জন্য উপযুক্ত। কীভাবে মহিলারা যোগব্যায়ামের অসংখ্য সুবিধার সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করতে পারে তা দেখতে পড়ুন।

- **যোগব্যায়াম - সেই শুরুর বছরগুলিতে মহিলাদের জন্য আশীর্বাদ**

"একজন শ্রী শ্রী যোগ শিক্ষকের বিশেষজ্ঞ নির্দেশনায়, আমি সরলতার সাথে ভঙ্গি এবং ভঙ্গি শিখতে পারতাম এবং তাদের তাৎপর্যও বুঝতে পারতাম। কোর্সটি মন এবং শরীরের মিলনের এক অনন্য শক্তিদায়ক অভিজ্ঞতা।"

অনামিকা খোসলা, এইচআর, অ্যাডমিন অ্যান্ড ফিনান্স হেড, কেমাস প্রাইভেট লিমিটেড। লিমিটেড, ভারত।

বয়ঃসন্ধিকালে মহিলাদের জন্য যোগব্যায়াম অত্যন্ত সুপারিশ করা হয়। এই অস্থির সময়টি অল্পবয়সী মেয়েদের পুরো জীবনকালকে আকার দেয় কারণ তারা তাদের শরীর ও মনে বড় পরিবর্তন করে। যোগব্যায়ামের বিভিন্ন আসন এই পর্যায়ে মহিলাদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যাতে তারা সহজে এবং ব্যথাহীনভাবে এই একাধিক পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়। উদাহরণস্বরূপ, প্রাণায়াম এবং ধ্যানের অনুশীলন অস্থির, ভীত এবং বিভ্রান্ত কিশোর মনকে শান্ত করতে সাহায্য করে। বয়ঃসন্ধিকালের শরীর যে শারীরিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায় তার

ফলস্বরূপ বিচরণ ও দোলাচল মন। ধনুরাসন এবং বজ্রাসন এর মতো আসনগুলি সেই যোগাসনগুলির মধ্যে রয়েছে যা মহিলাদের নিয়মিত এবং স্বাস্থ্যকর মাসিক চক্র বিকাশে সহায়তা করার জন্য আদর্শ। এই আসনগুলি নিয়মিত অনুশীলন করা নিশ্চিত করবে যে মহিলাদের পেশী শক্তির বিকাশ, স্থূলতা এড়ানো এবং তাদের হরমোন ভারসাম্য রেখে সুস্থ প্রজনন অঙ্গগুলির বিকাশ।

- **যোগব্যায়াম - মহিলাদের সর্বোচ্চ উৎপাদনশীল সময়ের জন্য উপযুক্ত**

গর্ভধারণ এবং মাতৃত্বের বছরগুলিতে মহিলারা বিভিন্ন শারীরিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়। যোগব্যায়াম মহিলাদের জন্য উৎপাদনশীলতা অপ্টিমাইজ করতে সাহায্য করে। মহিলারা তাদের গর্ভাবস্থায় বিভিন্ন 'এলিয়েন' অনুভূতি অনুভব করে; এটা গুরুত্বপূর্ণ যে তারা ভাল শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য অর্জন এবং বজায় রাখে। বিভিন্ন হরমোনের পরিবর্তনের কারণে এটি একটি কঠিন কাজ যা কখনও কখনও তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। বিশেষজ্ঞরা মহিলাদের শারীরিক এবং মানসিকভাবে শিখর আকারে রাখতে তাদের জন্য যোগাসনের কিছু আসনের সুপারিশ করেছেন। যোগব্যায়াম মহিলাদের নমনীয় এবং স্বাভাবিকভাবে প্রসব করতে সক্ষম হওয়ার জন্য ফিট রাখে। এটি নিশ্চিত করে যে তারা গর্ভাবস্থা বা প্রসবের সময় ঘটতে পারে এমন যেকোনো জটিলতা থেকে বাঁচার জন্য একটি সর্বোত্তম সুযোগ দেয়।

প্রি-নেটাল যোগব্যায়ামের অনেক সুবিধা রয়েছে যা শরীরের পরিবর্তনশীল চাহিদা এবং ক্ষমতার সাথে মানানসই করা যেতে পারে। এটি মহিলাদের জরায়ুর পেশীকে শক্তিশালী করতে এবং মেরুদণ্ডকে সমর্থন করতে সাহায্য করে, পিঠকে অতিরিক্ত চাপ মোকাবেলা করতে সক্ষম করে। প্রসবোত্তর যোগব্যায়াম প্রাণায়াম এবং যোগিক শ্বাস-প্রশ্বাসের আকারে মহিলাদের প্রসবের পরে দ্রুত পুনরুদ্ধার করতে, তাদের পেশীর তন্তুগুলিতে দৃঢ়তা পুনরুদ্ধার করতে এবং স্তন্যপান বাড়াতে সাহায্য করবে।

- **ক্রান্তিকালে যোগব্যায়াম**

এটি যৌনতার জন্য সবচেয়ে কঠিন বয়সগুলির একটি কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে জটিলতাগুলি একক। মহিলারা মেনোপজ, ওজন বৃদ্ধি, থাইরয়েড সমস্যা এবং এই জাতীয় অন্যান্য অবস্থা এবং অসুস্থতা অনুভব করেন। এই সময়ে মহিলাদের জন্য যোগব্যায়ামের সুবিধাগুলি যথেষ্ট। যোগব্যায়ামের দুর্দান্ত নিরাময় ক্ষমতা রয়েছে এবং এটি হরমোনের ভারসাম্য রাখতে, ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে, মেনোপজকে মসৃণভাবে পাস করতে এবং একটি স্বাস্থ্যকর পাচনতন্ত্র

বজায় রাখতে সহায়তা করতে পারে। প্রাণায়াম এবং ধ্যান মহিলাদেরকে তাদের জীবনের এই কঠিন এবং বরং উত্তাল সময়ে অসীমভাবে সাহায্য করবে।

- **শ্রী শ্রী যোগ - মহিলাদের জন্য আজীবন সঙ্গী**

শ্রী শ্রী যোগে নারীদের জীবনের এই পর্যায়গুলির জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান রয়েছে। বয়ঃসন্ধিকাল থেকে মাতৃত্ব, মেনোপজ এবং বার্ধক্য পর্যন্ত, নারীদের জীবনে অনেক পরিবর্তন আসে। যোগব্যায়াম মহিলাদের জন্য মেজাজের পরিবর্তন থেকে মুক্তি দেবে যা তাদের জীবনে অসামঞ্জস্য এবং ভারসাম্যহীনতার দিকে পরিচালিত করে। একটি দৈনিক রুটিন তাদের বয়স এবং চাহিদা অনুযায়ী মহিলাদের জন্য কাস্টমাইজ করা যেতে পারে। যোগব্যায়ামের আসনগুলি মহিলাদের জন্য এমনভাবে ডিজাইন করা যেতে পারে যাতে এটি তাদের পরিপূর্ণ রাখে। এর মাধ্যমে তারা শারীরিক শান্তি ও মানসিক শান্তি অর্জন করতে পারে।

একটি শ্রী শ্রী যোগ কোর্স বিভিন্ন যোগব্যায়াম রুটিন শেখায়, যেগুলি যে কোনও জায়গায় অনুশীলন করা যেতে পারে - আপনার বাড়িতে বা এমনকি আপনার কর্মক্ষেত্রেও। যোগাসন, প্রাণায়াম, এবং ধ্যান কৌশলগুলি শ্রী শ্রী যোগ কোর্সে শেখানো হয় এবং একজন মহিলাকে তার জীবনের বিভিন্ন, চ্যালেঞ্জিং পর্যায়ে সাহায্য করতে পারে।

- **মহিলাদের সোনালী বছরগুলিতে উজ্জ্বলতার জন্য যোগব্যায়াম**

"আমার শ্রী শ্রী যোগ রুটিনের নিয়মিত অনুশীলন আমাকে শরীর, মন এবং আত্মার জন্য সুস্পষ্ট এবং অপ্রত্যাশিত উভয় সুবিধা প্রদান করেছে। এটি আমাকে আমার শরীরে সান্ত্বনা, প্রতিফলন, আনন্দ, গ্রহণযোগ্যতা এবং স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করেছে। এটি আমাকে আমার সাথে সংযোগ স্থাপন করতে সাহায্য করেছে। আমার দ্রুতগতির জীবনে নতুন দিগন্ত অন্বেষণ করার সময় সবচেয়ে চাহিদাপূর্ণ সময়ে অভ্যন্তরীণ উজ্জ্বলতা এবং শক্তি আমাকে আমার শক্তি এবং দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে", অনামিকা যোগ করেন।

নারীর জীবনের সোনালী বছর নারীদের জন্য আরও অনন্য চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসে। মহিলাদের জন্য যোগব্যায়াম, এই পর্যায়ে, তাদের হ্রাসকৃত শারীরিক ক্রিয়াকলাপগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করবে এবং তাই কম জটিল আসন অন্তর্ভুক্ত করবে। এই আসনগুলির লক্ষ্য রক্ত সঞ্চালন উন্নত করা। একটি স্বাস্থ্যকর স্নায়ুতন্ত্র শরীরকে প্রসারিত করতে সাহায্য করবে এবং অবশেষে, সম্পূর্ণ শিথিল হবে। যেমন, সমস্ত পর্যায়ে, যোগব্যায়াম, এই পর্যায়ে, শারীরিক এবং মানসিক উভয় স্বাস্থ্যের জন্য, যার ফলে ভারসাম্য এবং সম্প্রীতি প্রচার করা হয়।

মহিলাদের জন্য রহস্য হল যোগব্যায়ামকে তাদের জীবনের একটি অংশ করা - যতটা শ্বাস প্রশ্বাস। পুনরাবৃত্তি এবং নিয়মিততার সাথে, যোগব্যায়াম অনুশীলন যে কোনও বয়সে মহিলাদের জন্য আদর্শ হবে।

মননে-প্রকৃতিপ্রেমে-আধ্যাত্মিকতা স্মরণে বিশ্বকবি:

তুহিনা চক্রবর্তী,ছাত্রী

চারপাশের প্রকৃতিতে তিনি জেগে থাকেন এবং জাগিয়ে রাখেন। ছায়া হয়ে চলেন সত্যের সাথে সাথে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম যারা আলো চায় , তারাই গেয়ে উঠে — " আলো আমার আলো ওগো "। তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাঙালির শ্রেষ্ট মনন। রবীন্দ্রনাথের মননে ছিল একটি আধ্যাত্মিক শক্তি। তার 'গীতাঞ্জলি' গ্রন্থখানির গানগুলো সেই চিরন্তন সত্যই পৌঁছে দিয়েছে বিশ্বব্যাপী মানুষে।

সমাজ, জীবন ও প্রকৃতি কে নতুন করে সবসময় সাজাতে চেয়েছেন কবিগুরু। বৈশাখ ,বর্ষা, শরত,হেমন্ত, শীত ,বসন্ত সব ঋতু ছাড়িয়ে তাঁর কাছে বড় হয়ে উঠেছে মানবসেবাঋতু। জীর্ণতা মুছে দিয়ে সবসময় নতুনকে আহ্বান করেছেন কবি তাঁর প্রতিটি লেখায়।

বলেছেন-

এসো হে বৈশাখ ! এসো এসো,
তাপস নিশ্বাস বায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে,
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক
যাক পুরাতন স্মৃতি, যাক ভুলে যাওয়া গীতি,
অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক।

রবীন্দ্রনাথ কোনো রাজনীতিবিদ ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন সমাজ সচেতন এবং সমাজ বৈষম্য নিধনকারী, পবিত্র নাগরিক। তিনি চেয়েছেন মানুষের মধ্যে ঐক্য ও উদার মানবিকতার প্রতিফলন ঘটুক। তিনি সমাজ সচেতনতার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সমাজের, দেশের নানা সমস্যা থেকে পরিত্রাণের পথের কথা ভেবেছেন। শুধু ভেবেছেন বললে ভুল হবে তিনি তঁর সীমিত পরিসরে অনেক সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হয়েছেন। তিনি মানুষের জন্য কৃষি, শিক্ষা, সমবায় নিয়ে ভেবেছেন। সমাজের সকল দেয়াল ভেঙে তিনি মানবতার জয়গান গেয়েছেন তাঁর গল্পে, গদ্যে, নাটকে। একজন লেখকের সত্তা যে লেখার সবক্ষেত্রে বিচরণ করতে পারে, রবীন্দ্রনাথ সে প্রমাণ টি করে গেছেন নিপুণহাতে। গানে তিনি দেখিয়েছেন তাঁর অভিনব শ্রেষ্টত্ব। কবিগুরুর লেখা পত্রসমূহ বাংলা সাহিত্যকে ভিন্ন মান, অন্যমাত্রা দিয়েছে। কবি তাঁর জীবনের গভীরতম ভাষ্য ছিন্নপত্রাবলীতে, সেটা উল্লেখও করেছেন।বাস্তবতার সাথে মিশিয়ে দিয়ে গেছেন কবিগুরু। সকল সংকীর্ণতা ,সাম্প্রদায়িকতা, দীনতার বিরুদ্ধে তাঁর সোচ্চার লেখনী বিভিন্ন ভাবে শক্তি যুগিয়েছে মানুষকে।

তোমার সৃষ্টি সম্ভারের মাঝে খুঁজে পাই দৈনন্দিন "জীবনস্মৃতি"

বিষণ্ণ মন "খেয়া"বেয়ে সুর তোলে তোমারই গীতির। অচেনা বৈশাখে আজও হৃদয়ে ভিড়ছে "সোনার তরী"। "গীতবিতান" এর কথামালা ব্যাকুল প্রাণে নিয়েছি বরি। "রক্তকরবী" কত না মালা গেঁথেছে ক্ষতকে সঙ্গী করে। "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ" হয়েছে, গিয়েছে আবারও সে ফুল ঝরে। বিরহের আকাশে " কড়ি ও কোমল" যখনই তুলেছে ব্যথার ঝঙ্কার। "পথের বাঁধন"-এ পেয়েছি চির মুক্তি উপহার। তোমার তুলনা তুমিই শ্রেষ্ঠ,

১৬০তম জন্মবার্ষিকীতে হে কবিগুরু তোমায় প্রণাম। শ্রেষ্ঠ,মহান তুমি, তুমিই অনুপ্রেরণা, দিবস-রজনী স্মরণীয় তুমি, বাঙালির মনে প্রাণে ভাবনায় তাই প্রতিনিয়ত তোমারই আরাধনা।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস নিয়ে আলোচনা

অনিশা খাতুন,ছাত্রী

প্রকৃতি আমাদের জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা হয়তো অনেকেই করোনা অতিমারীর পর কিছুটা বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু পরিবেশ নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা চলছে বহু বছর ধরে। তাও এখন অনেকেই এড়িয়ে চলেন সেই সচেতন বার্তা। প্রতিবছর ৫ জুন, বিশ্ব পরিবেশ দিবস (World Environment Day/ WED) পালিত হয়। এটি পরিবেশ রক্ষার সচেতনতা এবং নতুন পদক্ষেপকে উৎসাহিত করতে রাষ্ট্রসংঘ (United Nations) পালন করে।১৯৭৪ সালে এই বিশেষ দিনটি প্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছে সামুদ্রিক দূষণ, মানব জনসংখ্যা, গ্লোবাল ওয়ার্মিং, বন্যপ্রাণের মতো পরিবেশগত বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির একটি স্বার্থে। বিশ্ব পরিবেশ দিবস জনসাধারণের কাছে পৌঁছনোর জন্য একটি বিশ্বজনীন প্ল্যাটফর্ম, যেখানে প্রতিবছর ১৪৩ টিরও বেশি দেশ অংশ নেয়। প্রতি বছর, পরিবেশের সুরক্ষায় একটি থিম এবং ফোরাম সরবরাহ করা হয়। ১৯৭২ সালে জাতিসংঘ পরিবেশ সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি করতে স্টকহোম সম্মেলনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিশ্ব পরিবেশ দিবস। এর দু'বছর পরে, ১৯৭৪ সালে 'একমাত্র পৃথিবী' (Only One Earth) এই থিম নিয়ে প্রথম বিশ্ব পরিবেশ দিবসের অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যদিও এই পরিবেশ দিবসের উদযাপন ১৯৭৪ সাল থেকে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু ১৯৮৭ সালে বিভিন্ন আয়োজক দেশ নির্বাচনের মাধ্যমে এই ক্রিয়াকলাপগুলির কেন্দ্র ঘোরানোর ধারণাটি শুরু হয়।

পরিবেশ দিবস ২০২১-র থিম (Environment Day 2021 Theme)

এই বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসের থিম 'বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার করা' (Ecosystem Restoration)। বর্তমান অন্ধকারময় পরিস্থিতিতে অতীতকে ফেরানো সম্ভব নয় ঠিকই। কিন্তু আমরা গাছ লাগাতে পারি, আমাদের আশেপাশের শহরকে আরও সবুজ করতে পারি, বাড়ির বাগান পুনর্নির্মাণ করতে পারি, নিজেদের ডায়েট পরিবর্তন করতে পারি এবং নদী ও উপকূল পরিষ্কার রাখতে পারি। আমরা এমন একটি প্রজন্ম যারা এই সবের মাধ্যমে প্রকৃতির শান্তি বজায় রাখতে পারি। আর সেই জন্যেই এবছর এই থিমটি বেছে নেওয়া হয়েছে। সকলে উদ্বিগ্ন না হয়ে পরিবেশের সচেতনতার বিষয়ে সক্রিয় হয়ে ওঠা উচিত। এখনও কিছুটা সময় আছে। যদি পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ নিজের নিজের দায়িত্ব পালন করেন তাহলে এই সুন্দর ধরণী থাকবে সুজলা-সুফলা শস্য শ্যামলা।

বিধ্বংসী সাইক্লনে প্রভাব এ আজ পরিবেশ অসহায়

আয়ুষী মিত্র,ছাত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৩ই জুন:- আজ ১৩ই জুন ভারত সরকারের অধীনস্থ বিজ্ঞান প্রসারের সায়েন্স ইন অ্যাকশনের উদ্যোগে এবং বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজের সায়েন্স ইনোভেশন সেন্টারের সহযোগিতায় অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আয়োজিত হয়েছিল একটি ওয়েবিনার। 'WEBINAR ON CYCLONE'। অনুষ্ঠানটির শুভসূচনা হয় সন্ধ্যা ৭:০০ টা নাগাদ। অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ছিলেন উক্ত কলেজের সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডঃ অর্ণব কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সাইন্স ইন অ্যাকশন এর প্রেসিডেন্ট রাজেস্বর সাহা উপস্থিত সকল বক্তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এই অনুষ্ঠানের সঞ্চালিকা ছিলেন শ্রীমতী নবীনা রায় মজুমদার। আজকের অনুষ্ঠানে বক্তা ছিলেন অনুষ্ঠানের অন্যতম বক্তা ছিলেন রাজ্য সরকারের অধীনস্থ ইনফরমেশন অ্যান্ড কালচারাল অ্যাফেয়ার্স বিভাগ তথা সায়েন্স কমিউনিকেটর রাহুল দত্ত। উপস্থিত সকল শ্রোতাকে তিনি বিভিন্ন ঝড়ের প্রকারভেদ সম্পর্কে জানান। তিনি সেখান উপস্থিত সকলকে জানান যে পৃথিবীতে মোট ১২-১৩ রকমের ঝড় দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া তিনি টাইফুন ও তুফান এর মধ্যে বিভিন্ন সাদৃশ্যের কথা সবাইকে জানান। এরপর উক্ত কলেজের অধ্যক্ষা ডঃ রাজ্যশ্রী নিয়োগী। তিনি বিভিন্ন ঘূর্ণিঝড়ের অর্থনৈতিক ভয়ঙ্কর প্রভাব এর কথা তুলে ধরেন। পরবর্তী বক্তা ছিলেন অরিজিৎ নাইয়া। তিনি দর্শকদের বিভিন্ন গ্রাফিক্যাল চিত্রের মাধ্যমে

কিভাবে, কোন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ঝড় এর উৎপত্তি ঘটে। তিনি বিভিন্ন ঝড়ের নামকরন নিয়েও আলোচনা করেন। একটি ভিডিও র মাধ্যমে তিনি দেখান ঝড়ে বিধ্বস্ত এলাকা এবং এলাকার মানুষদের। অনুষ্ঠানের সর্বশেষ বক্তা ছিলেন সাউথ পয়েন্ট স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র আলেখ্য চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানের এই ক্ষুদে সদস্যের বক্তৃতার বিষয় ছিল "WHY CYCLONE ARE BECOMING IN THE BAY OF BENGAL AND IT'S EFFECTS ON AGRICULTURE"। এই অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘটে সন্ধ্যা ৮:৪৫ টা নাগাদ। অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ডঃ অর্ণব কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত সকল বক্তা সহ অংশগ্রহণকারীকে ধন্যবাদ জানিয়ে এই অনুষ্ঠানের শুভ সমাপ্তি করেন।

ফেসবুক

শিবানী সরদার,ছাত্রী

ফেসবুক সংক্ষেপে

ফেবু নামেও পরিচিত বিশ্ব-সামাজিক আন্তঃযোগাযোগ ব্যবস্থার একটি ওয়েবসাইট ২০০৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিতে বিনামূল্যে সদস্য হওয়া যায়। এর মালিক হলো ফেসবুক ইনক। ব্যবহারকারীগণ বন্ধু সংযোজন, বার্তা প্রেরণ এবং তাদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলী হালনাগাদ ও আদান প্রদান করতে পারেন, সেই সাথে একজন ব্যবহারকারী শহর, কর্মস্থল, বিদ্যালয় এবং অঞ্চল-ভিত্তিক নেটওয়ার্কেও যুক্ত হতে পারেন। শিক্ষাবর্ষের শুরুতে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যকার উত্তম জানাশোনাকে উপলক্ষ করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন কর্তৃক প্রদত্ত বইয়ের নাম থেকে এই ওয়েবসাইটটির নামকরণ করা হয়েছে।

ইতিহাস

২০০৮ সালের ২০শে জুলাই ফেসবুক "ফেসবুক বেটা" সূচনা করে কিছু নির্বাচিত নেটওয়ার্কে, যা ছিল এর ব্যবহারকারী ইন্টারফেসে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। মিনি-ফিড এবং ওয়াল সুসংহত করা হয়, প্রোফাইল আলাদা ট্যাবে ভাগ করা হয় এবং সুন্দর করার একটা প্রচেষ্টা নেয়া হয়।প্রথম অবস্থায় ব্যবহারকারীকে পুরনো এবং নতুন চেহারার মাঝে নির্বাচন করতে দেয়া হয়। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে সব ব্যবহারকারীকেই নতুন চেহারার ভার্সনে পরিবর্তিত করা হয় যা ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়।১১ ডিসেম্বর, ২০০৮ সালে এটি ঘোষণা করে ফেসবুক একটি অতি সাধারণ সাইনআপ বা রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া পরিক্ষণ করে দেখছে।

ব্যবহারকারী জীবন

একক ব্যবহারকারী পাতার ফরমেটটি ২০১১ সালের শেষের দিকে পুর্নগঠন করা হয় এবং যা পরবর্তীতে হয় প্রোফাইল অথবা ব্যক্তিগত টাইমলাইন হিসেবে পরিচিত হয়ে আসছে। ব্যবহারকারীরা তাদের প্রোফাইল ছবি, চিত্র, ব্যক্তিগত আগ্রহ, যোগাযোগ ঠিকানা, জীবনের স্মরনীয় ঘটনা এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্য যেমন-চাকুরি তথ্য সহকারে তৈরি করতে পারে। ব্যবহারকারীরা একে অন্যের সাথে উন্মুক্ত এবং গোপনীয়ভাবে যোগাযোগ করেতে পারে বার্তা ও চ্যাটের সাহায্যে। এছাড়া ওয়েব সাইট ঠিকানা, ছবি এবং ভিডিও শেয়ার করে নিতে পারে। ২০১২ সালে পিউ ইন্টারনেট এবং আমেরিকান লাইফ স্টাডি চিহ্নিত করেন যে ২০ থেকে ৩০ ভাগ ফেসবুক ব্যবহারকারী হল শক্তিশালী ব্যবহারকারী" যারা ঘনঘন লিংক, পোক, পোস্ট এবং ট্যাগিং সহ অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করেন নিজের এবং অন্যের সাথে।

২০০৭ সালে ফেসবুক যাত্রা করে ফেসবুক পৃষ্ঠার যাকে ভক্তদের পাতাও ডাকা হয় যার উদ্দেশ্য ছিল ব্যবহারকারীদের ব্যবসায় এবং কোম্পানির সাথে মিথস্ক্রিয়ায় জড়ানো যা তারা অন্য যেকোন ফেসবুক ব্যবহারকারীর প্রোফাইলের সাথে করে থাকে। ৬ই নভেম্বর ২০০৭ সালে ১০০,০০০ বেশি ফেসবুক পৃষ্ঠা তৈরি করা হয়েছিল।

চ্যাট

২০০৮ সালের ৭ই এপ্রিলের সপ্তাহে কমেট ভিত্তিক তাৎক্ষনিক বার্তা আদান প্রদান এ্যাপ্লিকেশ চালু করে যা চ্যাট নামে পরিচিত বিভিন্ন নেটওয়ার্কে। এটি ব্যবহাকারিদের বন্ধুদের সাথে যোগাযোগের সুযোগ দেয় আর এটির ডেস্কটপ ভিত্তিক তাৎক্ষনিক বার্তার এ্যাপ্লিকেশনের সাথে মিল রয়েছে।

ভয়েস কল

২০১১ সালে এপ্রিল থেকে ফেসবুক ব্যবহারকারীরা লাইভ ভয়েস কল করতে পারেন ফেসবুক চ্যাট দিয়ে, যা দিয়ে সারা বিশ্বের ব্যবহারকারীরা একে অন্যের সাথে চ্যাট করতে পারেন। এই বৈশিষ্ট্য টি-মোবাইলের নতুন ববস্লেড সেবার আওতায় ফ্রি ব্যবহার করা যায় যার ফলে ব্যবহারকারীরা ভয়েস চ্যাট করতে পারে এবং ভয়েস বার্তা রেখে দিতে পারে।

ভিডিও কল

২০১১ সালের ৬ই জুলাই ফেসবুকের ভিডিও কল সেবা চালু করা হয় স্কাইপকে তাদের প্রযুক্তি অংশীদার করে। এতে স্কাইপ রেস্ট এপিআই ব্যবহার করে এক-থেকে-এক ব্যবস্থায় কল করা যায়।

ভিডিও দেখা

২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে ফেসবুক ঘোষণা করে তারা প্রতিদিন ১ বিলিয়ন ভিডিও দেখার সুবিধা প্রদান করছে এবং ব্যবহারকারী, পাতা, এবং জনপ্রতিনিধিদের যে সব ভিডিও উন্মুক্ত সেগুলোর গণনা দেখাবে সবাইকে দেখার সুবিধা যোগ করবে। কোন ব্যবহারকারী একটি ভিডিও দেখার পর আরেকটি বাড়তি ভিডিও দেখার সুপারিশ করার বিষয়টি ফেসবুক নিশ্চিত করে। ৬৫ ভাগ ফেসবুকের ভিডিও দেখা হয় ফেসবুক মোবাইল থেকে যার ব্যবহারকারী দিন দিন বাড়ছে এবং ভিডিও দেখার হার ৫০ ভাগে এসে যায় মে থেকে জুলাই মাসে যখন আইসবাকেট চ্যালেঞ্জের হিড়িক পড়ে ফেসবুকে।

সমালোচনা

একাউন্ট হ্যাক

২০১১ সালের নভেম্বরে, ভারতের ব্যাঙ্গালোরের অনেকগুলো ফেসবুক ব্যবহারকারী জানায় যে তাদের একাউন্ট হ্যাক করা হয়েছে এবং তাদের প্রোফাইল ছবি অশ্লীল ছবি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে ব্যবহারকারীদের নিউজ ফিড অশ্লীল, হিংস্র ও যৌনতা ভিত্তিক বিষয়বস্তু দ্বারা স্প্যাম প্লাবিত হয় এবং প্রতিবেদনে বলা হয় ২০০,০০০ বেশি একাউন্ট এতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ফেসবুক এই প্রতিবেদনকে অসত্য বলে বর্ণনা করে এবং ব্যাঙ্গালোরের

পুলিশ বিষয়টি পরিদর্শন করে মন্তব্য করেন যে হয়ত এটি ফেসবুকের প্রতিযোগীদের কোন গুজব হতে পারে।

তথ্য চুরি

২০১৮ সালের সেপ্টেম্বরে প্রায় পাঁচ কোটি ফেসবুক ব্যবহারকারীর তথ্য চুরি করা হয়। হামলাকারীরা ফেসবুকের ভিউ এজ ফিচারটি ব্যবহার করে হামলা করে। এই তথ্য চুরির পর ফেসবুকের শেয়ার ৩ শতাংশ কমে যায়।

কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ভবন

প্রশান্ত দাস,ছাত্রী

বাণিজ্যিক ও আবাসিক প্রকল্পের পথ তৈরির মধ্য দিয়ে বেশিরভাগ শহর উন্নয়নের দৌড়ে তাদের হারাচ্ছে তাদের ঐতিহ্যবাহী ভবনগুলি। কয়েক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে দাঁড়িয়ে আছে এই ঐতিহ্যবাহী ভবনগুলি। দেশের ঔপনিবেশিক স্থাপত্যের প্রথম নিদর্শনগুলির একটির সাক্ষী হয়ে, কিছু ঐতিহাসিক ভবন অনেক দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেআসছে।

কলকাতা প্রাথমিকভাবে ব্রিটিশ রাজের রাজধানী ছিল যার অর্থ হল প্রাক-স্বাধীনতা যুগে তাদের দ্বারা নির্মিত বেশ কয়েকটি কাঠামো এখনও শহরের অন্যান্য আইকনিকগুলির সাথে শক্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

রাইটার্স বিল্ডিং

1770 এর দশকের শেষের দিকে নির্মিত এই আইকনিক কাঠামোটি শহরের পরিবর্তিত সময়েরসাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তা করে চলেছে। এটিবর্তমানে রাজ্য সরকারের সচিবালয় ভবন কিন্তু পূর্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জুনিয়র ক্লার্ক বা 'লেখকদের' আবাসস্থল ছিল। গ্রিকো-রোমান বাহ্যিক অংশ সহ, ভবনটিতে স্তম্ভ, লোহার সিঁড়ি, বারান্দা, গ্রীক দেবতার মূর্তি, রোমান দেবী মিনার্ভার ভাস্কর্য এবং কাঠামোর উপরে অন্যান্য মূর্তিগুলির একটি গুচ্ছ সহ একটি 128-ফুট লম্বা বারান্দা রয়েছে।

শোভাবাজার রাজবাড়ি

শোভাবাজার রাজবাড়ি হল আরেকটি আইকনিক ঐতিহ্যবাহী ভবন যা বিশেষ করে দুর্গা পুজোর সময় দেখার যোগ্য। এটি বাংলার প্রাচীনতম রাজবাড়িগুলির মধ্যে একটি। রাজা নবকৃষ্ণ দ্বারা নির্মিত, ভবনটি তার জমকালো দুর্গাপুজো উদযাপনের জন্য এবং সেই সময়ে যখন ইউরোপীয় সংস্কৃতি দেশ ও শহরে আধিপত্য বিস্তার করেছিল তখন বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ধরে রাখার জন্য বিখ্যাত।

পুতুল বাড়ি

পুতুল বাড়ির কথা শুনেছেন কখনো? না? এটিকে কলকাতার অন্যতম ভুতুড়ে বাড়ি বলে মনে করা হয়! শোভাবাজার জেটির কাছে অবস্থিত, পুতুল বাড়িটি একসময় প্রাচীন মূর্তি সহ একটি অত্যাশ্চর্য অভিজাত ভবন

ছিল যা অবশেষে ব্রিটিশ আমলে একটি গুদামে রূপান্তরিত হয়েছিল। বলা হয় যে ধনী মালিকরা তাদের খারাপ কাজগুলি ঢাকতে এখানে মহিলাদের ধর্ষণ করত এবং তাদের হত্যা করত, এই কারণেই একটি গুজব রয়েছে যে জায়গাটি এই নির্যাতিত মহিলাদের আত্মা দ্বারা আচ্ছন্ন।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি

নোবেল বিজয়ী রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের বাড়িতে না গেলে কলকাতায় কোনো ভ্রমণ সম্পূর্ণ হয় না। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি পর্যটকদের এবং শহরের লোকেদের জন্য একইভাবে দেখার মতো। তিনি যে ঘরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন আপনি সেখানেও যেতে পারেন। বাড়ির বেশিরভাগই একটি যাদুঘরে পরিণত হয়েছে এবং বেশ ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। আপনি সারা বিশ্ব থেকে ঠাকুরের সাথে সম্পর্কিত শিল্পকর্মের পাশাপাশি স্মৃতিকথা, পেইন্টিং, ফটোগ্রাফ, হাতে লেখা চিঠি, বই এবং অন্যান্য অনেক মূল্যবান জিনিসপত্র পাবেন।

টুং অন চার্চ

তিরেট্টা বাজার স্ট্রিটে অবস্থিত দোতলা টুং অন চার্চ - শহরের নিজস্ব চায়নাটাউন - যারা ইতিহাসে আগ্রহী তাদের সকলের জন্য এবং এমনকি অন্যথায় শহরের সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক ঝলক দেখার জন্য অবশ্যই দর্শনীয়। ইটের লাল বহির্ভাগ সহ, টুং অন চার্চ হল একটি স্থাপত্য বিস্ময় যা চাইনিজ যুদ্ধের ঈশ্বর কোয়াং তিকে উৎসর্গ করা হয়েছে। হেরিটেজ বিল্ডিংটি গ্রাউন্ড ফ্লোরে নানকিং নামক শহরের প্রথম চাইনিজ রেস্তোরাঁর বাড়িও ছিল কিন্তু দুঃখজনকভাবে এটি বন্ধ হয়ে যায়।

কোভিড-19 দ্বিতীয় তরঙ্গ এবং টিকা

অর্পিতা হালদার,ছাত্রী

ভারতের দ্বিতীয় তরঙ্গ এর অংশ হিসাবে কোভিড -19 টি মামলার বৃদ্ধি সরকার এবং জন স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষকে সত্যই চিন্তিত করেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্যোগে গত বছরের তুলনায় আরও বেশি যখন আরো বেশি কয়েকটি মামলা ছিল। ভি . কে.পল, সদস্য এন আই টি আই আইযোগ , যিনি সমস্ত বিষয় কোভিড-19 নিয়ে জনসংযোগের অগ্রভাগে রয়েছে চলমান পরিস্থিতিতে খারাপ থেকে খারাপের দিকে যাওয়ার বর্ণনা দিয়েছেন স্বাস্থ্যসচিব রাজেশ ভূষণ ও গত সপ্তাহে জোর দিয়ে বলেছেন যে পদক্ষেপ নিতে হবে। 1মার্চ স্পাইকের উদ্যোগ গুলি এখনো দিগন্ত অবধি ছিল। এক মাসের মধ্যে, পরিস্থিতি বিপর্যয় জনক বলে মনে হয়। 3 মার্চ প্রায় 3000 নতুন যুক্ত হওয়া সক্রিয় মামলার সংখ্যা এখন প্রায় নয় গুণে পরিণত হয়েছে, প্রতিদিন এই মৃত্যুর ফলে ও এই ব্যবধানে তিনগুণ দ্বিতীয় গুণ হয়ে যায় প্রায় 112 থেকে 354 পর্যন্ত। এই মাসে ভারতে কো ভ্যাকসিন এবং কোভিড শিল্ডের প্রায় 6.3 কোটি ডোজ সরবরাহ করেছে এবং 20মার্চ থেকে প্রতি মিশনে 2 মিলিয়নের বেশি পরিমাণের ইনোকুলেশন করেছে দিন পৃষ্ঠাতেই কি প্রকাশিত হয় যে মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কর্ণাটক, কেরল এবং মধ্যপ্রদেশ সংখ্যক মামলা নিবন্ধ কারী রাজ্য এখনই

যেখানে অনেকে তাদের প্রথম ডোজের জন্য সাইনআপ করেছেন। একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম পাঞ্জাব অন্যান্য বেশিরভাগ ভ্যাকসিন প্রার্থী নিয়ন্ত্রক দের কাছ থেকে জরুরী অনুমোদনের জন্য সরকার স্থানীয় আন্তর্জাতিক প্রতি শ্রুতি গুলির তুলনায় ভারতে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য স্থানীয় ভ্যাকসিন সংস্থা গুলি ও চাপ দিয়েছে। সুতরাং ভ্যাকসিন দ্বিধা ভারতবর্ষের সবচেয়ে চাপা সমস্যা নয়। মহামারীতে জোয়ার এবং ভাটা সম্পর্কে ভারতের যোগাযোগ বরাবরই সমান নিচে। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার গুলি বৃস্তিত কশল হলো ক্ষেত্রে যখন ক্রমহ্রাসমান প্রবণতা দেখা দেয় তখন গ্রহণ করা এবং ঊর্ধমুখী প্রবনতার জন্য লোকের শিথিলতার জন্য দোষ দেওয়া। দ্বিতীয় তরঙ্গের মৃত্যুর হার যে টিকা দেওয়ার জন্য অযোগ্য এবং পুনরায় সংক্রমণ একটি উদীয়মান সমস্যা কি না তা নিয়ে আরও গবেষণা পরিচালনা ও যোগাযোগের প্রয়োজন। ভ্যাকসিন ট্রায়াল ডেটা থেকে এটি সর্বদা জানা ছিল যে ইনোকুলেশন গুলি মারাত্মক রোগ মোকাবিলায় অত্যন্ত কার্যকর ছিল তবে সংক্রমণ কম ছিল। এই দিকটি আরো কার্যকরভাবে টিকা দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করার জন্য এবং আরো যোগাযোগ প্রয়োজন। নির্বাচন ভিত্তিক রাজ্যের বৃহত্তর ধর্মীয় সমাবেশ ও রাজনৈতিক মেলামেশার অনুমতি দেওয়ার এবং দ্বিতীয় তরঙ্গ জন্য স্বাভাবিক আন্দোলনকে দোষারোপ করার সরকারের পক্ষ থেকে ভন্ডামি।

আগন্তুক দাদুর গল্পমালা

সত্যজিৎ রায়ের চরিত্র সমূহ অবলম্বনে

তপন বেরে,ছাত্রী

কি বাবলু বাবু আজ টিভিতে কি ছবি দেখছ ?

-'জয় বাবা ফেলুনাথ' দাদু। বেনারসের সিনেমা জানো দাদু , তুমি গিয়েছ? বেনারস?

-আমি , বেনারস? হ্যাঁ তা গিয়েছি , তা বাবলু বাবুর বুঝি ভ্রমনের ছবি দেখতে ভালো লাগে?

-না দাদু এটা তো ডিটেকটিভ এর গল্প , ফেলুদা ।

মনমোহন বাবু আটকে পড়েছেন তাঁর ভাগনীর বাড়িতে , কথা ছিল এক হপ্তায় তিনি অস্ট্রেলিয়ার উদ্যেশ্যে বেরিয়ে পড়বেন কিন্তু বিশ্বব্যাপী কোভীড ১৯ ভাইরাস ছড়িয়ে পড়াতে মেয়ে জামাই তাঁকে আটকে দিয়েছে। এদিকে রক্তের টানের মায়া কাটিয়ে তাঁর বেরিয়ে পড়তেও মন চাইছে না । এখন তাঁর সঙ্গী ভাগ্নীর একমাত্র ছেলে সাত্যকী ওরফে বাবলু, সাত্যকীর স্কুলও বন্ধ। সারাদিন বাড়িতে টিভি দেখছে আর দাদুর থেকে নানা বিস্ময়কর গল্প শুনছে ।

-দাদু জানো তো আজ কার জন্মদিন ?

-কার?

-সত্যজিৎ রায়ের দাদু ।

-বাঃ তুমি চেনো সত্যজিৎ রায় কে?

-হ্যাঁ দাদু , ফেলুদার সিনেমা দেখেছি । আর বাবা আমায় ফেলুদা সমগ্র কিনে দিয়েছিল বইমেলা থেকে ওটাও পড়েছি।

-বাঃ , তা তুমি যে এই জয় বাবা ফেলুনাথ দেখছিলে তা এই সিনেমা তৈরির গল্প জানো ??

-কি গল্প দাদু ?

-ঠিক আছে চলো বাবলু বাবু আজ আমি তোমায় জয় বাবা ফেলুনাথ তৈরির গল্প শোনাবো , শোনাবো আমার বন্ধু মানিকের গল্প ।

তুমি তো তোমার মায়ের মুখেই শুনেছো , আমি ৩৫ বছর নিরুদ্দেশ ছিলাম । তোমাদের চোখে নিরুদ্দেশ হলেও আমি উদ্যেশ্য নিয়েই বাড়ি ছেড়েছিলাম। আমার উদ্যেশ্য ছিল পৃথিবী কে জানার তাকে চেনার । আমি প্রথমটা তে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম , এরম ভাবেই একদিন আমি পৌছলাম কাশীতে। কাশী শহরের মত গঙ্গার ঘাট ভারতে আর কোথাও নেই , কাশীর গলির মত গলিও তুমি আর কোথাও দেখতে পাবে না বাবলু বাবু ।

কাশীর প্রত্যেক ঘাটের কিছু না কিছু গল্প আছে জানো , যেমন হরিশ্চন্দ্র ঘাট এই ঘাটে রাজা হরিশচন্দ্র তাঁর স্ত্রী ও পুত্র কে এক ব্রাহ্মনের কাছে বিক্রি করে এই ঘাটে এক চন্ডালের দাস হয়ে যায় সেই থেকে এই হরিশচন্দ্র ঘাট।

-কি বাবলু বাবু , কি ভাবছো দাদু শুটিং এর গল্প ছেড়ে একি বলা শুরু করলেন , আসলে কোনো যায়গা কে তুমি যতক্ষন না অনুভব করতে পারছো তার গল্প ততক্ষন তার গল্প তোমায় আকৃষ্ট করতে পারবে না।

তা শোনো ,তো আমি তো পৌঁছে গেলাম কাশী কিন্তু এখানে করব কি, খাব কিভাবে তার একটা চিন্তা তো ছিল , তাও অজানা কে জানার জন্য আমি পথে পথেই ঘুরতে থাকলাম । পথে চলতে চলতে একটা যায়গাতে দেখলাম একটা রিক্সা ঘিরে খুব ভীড় । লোকজন কে জিজ্ঞেস করে জানলাম কলকাতা থেকে নাকি হিরো এসেছে শুটিং করতে , আমি ভিড়ের মধ্যে ঢুকে

দেখলাম রিক্সাতে এক সুদর্শন পুরুষ বসে । তারপরই আমি হতচম্ভিত হয়ে গেলাম । কাকে দেখলাম জানো বাবলু বাবু? আমার কলকাতার বন্ধু মানিক কে । আমি তো তাঁকে দেখে একদম অবাক , তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য যেই না আমি এগুলুম এক স্বাস্থ্যবান চেহারার লোক আমায় আটকালে , বললে

-আরে মশাই করছেন কি? দেখছেন না শ্যুটিং চলছে

আমি বললাম,

-আমি চিনি মানিক কে , ও আমার বন্ধু ।

-হ্যাঁ ভূভারত চেনে ওনাকে , আপনি অপেক্ষা করুন এখানে , পরে দেখছি ।

আমাকে তো প্রায় ঘন্টাখানেক দাঁড় করে রাখলে , এত্ত রাগ হয়েছিল কি বলব বাবলু বাবু। পরে জেনেছিলাম উনি তোমার ফেলু মিত্তির এর অপোনেন্ট মন্দার বোস । ওনাকে নিয়েও অনেক গল্প পরে শুনিয়েছে মানিক , তোমায় সেসব অন্য একদিন শোনাবো আজ তারপর কি হল শোনো। তো আমি তো অপেক্ষা করছি , খানিক পর মানিক দেখলে আমায়, কি বলব বাবলু বাবু আমার এই বন্ধুর কথা এত প্রখর বুদ্ধি আর স্মৃতিশক্তি যে বহু বছরের কথাও অক্ষরে অক্ষরে মনে থাকে। কত বছর আগে দেখা হয়েছিল ,শুনেছিলুম ও বাংলা ছবি করছে , কিন্তু দেখা সাক্ষাৎ হয়ে ওঠেনি কিন্তু সে আমায় এক ঝটকায় চিনে ফেললে , আমাকে আবার হতচম্ভিত হতে হল । সে আমায় দেখে বললে

-মনু , তুই এখানে ? হাওয়াবদল করতে নাকি?

আমি বললাম

-আমার তো হাওয়াবদল বহুদিন চলছে , তুমি ভায়া তো ফিল্মমেকার হয়ে গেলে ।

-কি বলিস ?

আমি তখন তাঁকে সব ঘটনা বললুম , সে তখন বললে,

-তোকে তো কাল্টিভেট করতে হচ্ছে।

তারপর সে আমায় তার সাথে করে তাঁর হোটেলে নিয়ে গেলে বুঝলে বাবলুবাবু। আমরা দুপুরের খাওয়াদাওয়া করালে । তারপর আমায় জিজ্ঞেস করলে আমার এই ভূপর্যটক হওয়ার

ইচ্ছের কারণ জানতে চাইলে । আমি তাঁকে বললুম সব ,সেই বাইসন এর গল্প । সে তখন বললে

-তোর মত একখানা লোক যদি আমার শ্যুটিং টিমে থাকে , জমে যাবে বুঝলি,

-তুই থেকে যা কয়েকটা দিন , তারপর যাস না হয় তোর ভূপর্যটনে ।

অগত্যা আমি আর কি করি বন্ধুর কথা ফেলতে পারলাম না , থেকে গেলাম ওদের টিমের সাথে। সেই সময় ওর সাথে থাকাকালীন আমার এত অভিজ্ঞতার সঞ্চার হয়েছিল তা ভুলবার নয়। তো তারপর থেকে ওদের শুটিং এ আমি যেতে থাকলাম । আমার বন্ধুটি তাঁর ছবি নিয়ে খুবই যত্নশীল ছিল , একবার কি হয়েছে শোনো , একজন অভিনেতাকে ষাঁড়ের সামনে গিয়ে ভয় পাওয়ার দৃষ্য শুট করতে হত ,কিন্তু ষাঁড় পাওয়া যাচ্ছিল না বহু কসরত করে যদিও পাওয়া গেল সে ষাঁড় এমনই বিশালাকার ষাঁড় যে তাঁকে দেখে অভিনেতাটি সত্যই ভয় পেয়ে গেলেন আর অভিনয়ের থেকেও অনেক ভালো ভাবে দৃশ্যটি নিয়ে নেওয়া গেল । আর একবার কি হয়েছিল জানো?

ছবিটির একটা দৃশ্যে মা দুর্গার প্রতিমার প্রয়োজন । তোমায় কাশীর একটা বিশেষ ব্যাপার বলি শোনো বাবলু বাবু । কাশীতে প্রায় দেড় লাখ বাঙালি থাকত তখন । তাই প্রতিমা পেতে খুব অসুবিধা হবে বলে মনে হয়নি । কলকাতা তে যেমন কুমোরটুলি আছে ওখানেও তেমনই একটা মহল্লা ছিল । মহল্লা বলতে যাকে আমরা পাড়া বলি । তো সেখানে গিয়ে আমরা একজনকে পেলাম যে প্রতিমা বানিয়ে দেবে। তার নাম কি ছিল জানো বাবলু বাবু? তার নাম ছিল ‘ফেলু’ । সে আমাদের প্রতিমা বানিয়ে দিলে আর সেই প্রতিমা আমার বন্ধু তাঁর ছবিতে ব্যবহার করলে। মানিক তাঁর ছবির প্রতিটি দৃশ্য পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে নিতে ভিষনই মরিয়া ছিল এই শ্যুট করতে গিয়েই একবার এমন ঝামেলা বেঁধে গেছিল সে তোমায় কি বলব । একটা মহল্লাতে শ্যুট করার কথা ছিল , সেটি ছিল বাঙালি মহল্লা । মানিক তখন বেশ সুপরিচিতি হয়েছে । আমরা সেই বাঙালি মহল্লায় গিয়ে দেখি হাজারে হাজারে ভিড় জমে গেছে । সেই অবস্থায় শ্যুট করা অসম্ভব। মানিক বহুবার বলল সবাইকে যে এভাবে হবে না , কিন্তু তারা শুনতেই রাজি নয় । তখন তো মানিক একেবারে রেগে মেগে অস্থির । শ্যুটিং এর তল্পিতল্পা গুটিয়ে হোটেলে ফিরে এল সে । আমায় বলল

-এভাবে হবে না রে , এভাবে হবে না । মানুষ কেন ভূলে যায় সিনেমা পর্দায় দেখার বস্তু , এটা যাত্রাপালার মত সম্মুখে দেখার বস্তু নয় ।

আমি বুঝলাম সে হতাশ হয়েছে , আমি তাঁকে আশ্বস্ত করলাম যে ঠিক হয়ে যাবে সব । খানিক পর কি হল শুনলে অবাক হবে বাবলু বাবু, দুটো ছোকরা এলে আমাদের হোটেলে , এসে মানিক কে বললে

- স্যর আপনি আমাদের মহল্লায় শুট করতে এসে না করে ফিরে গেলে আমরা আর বাংলা সমাজে মুখ দেখাতে পারব না , কাশীর বাঙালি সমাজের কলঙ্ক হয়ে রয়ে যাব। আপনি কাল আসুন একটিও লোক আপনাকে বিব্রত করবে না ।

মানিক, শুনলো তাদের কথা আর সত্যিই পরের দিন একটি লোকও তাদের কাজে বিঘ্ন ঘটালেনা। এইভাবে মানিক কাশীতে তাঁর ছবির কাজ শেষ করল , শেষে যখন সে কলকাতা ফিরছিল সে আমায় বলেছিল বাড়ি ফিরতে কিন্তু আমাকে ভূপর্যটনে টলানো তাঁর পক্ষেও অসম্ভব ছিল । অগত্যা সে হাল ছাড়ল । কিন্তু তাঁর একটা শর্ত আমাকে মানতে হয়েছিল সে আমাকে বলেছিল পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকি না কেন ওকে চিঠি লিখে যেন খবরা খবর জানাই , আর সম্ভবকর হলে যেন দেখা করি , দেখাও হয়েছে পরে সেসব গল্প পরে কোনোদিন হবে । এখন বরং একটা প্রশ্ন করি বাবলু বাবু , বলো দিকি আমার এই বন্ধু মানিক আসলে কে? আর এই ছবিটি কোন ছবি?

-তোমার বন্ধু মানিক , আসলে সত্যজিৎ রায় । আর ছবিটা তো দেখলাম একটু আগেই দেখলাম ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’

-সাবাশ তোপসে ।

ঔষধ

শ্রুতি ঘোষ,ছাত্রী

ঔষধ তুমি করিতেছ আমারে ঠিক
কিন্তু বারি বারি কি করে মনে রাখি তোমারে
তোমার নেশা দরকার হলেও কেন জানি না
অন্য নেশার মতো তোমায় মনে রাখতে পারিনা
ইচ্ছে তো হয় তোমায় ভুলে যাই
কিন্তু তার উপায় নাই
শরীর সাথ দেয় না জীবনে
যখনই প্রশ্ন করি তোমায় কি করে ভোলা যায়
মন হইতে ভেসে আসে ভুলবে জীবনে তবে না ভুলবে আমারে..""

রেডিওর ইতিহাস

গৌরব কুন্ডু,ছাত্রী

ইংল্যান্ডে বেতার সম্প্রচারের শুরু ১৯২০ – তে হলেও সংগঠিতভাবে সম্প্রচার শুরু ১৯২২ থেকে। আর প্রায় একই সঙ্গে ভারতেও বেতার সম্প্রচারের প্রস্তুতি চলতে থাকে । প্রথম দিকে অবশ্যই নিছক শখের স্তরে ছিল এটি । ১৯২১ – এ ডাক ও তার বিভাগের সহযাোগিতায় টাইমস অব ইন্ডিয়া বেতার সম্প্রচার শুরু করে বাোম্বাইয়ের একটি হাোটেলে । তবে এটা ছিল নেহাতই সাময়িক একটা উদ্যোগ । এর পর ১৯২৩ – এ প্রায় একই ধরনের উদ্যোগে নেয় রেডিয়াো ক্লাব অব বাোম্বাই এবং অন্যান্য রেডিয়াো ক্লাব । এর পর ১৯২৭ – এর ২৩ জুলাই এক চুক্তি অনুযায়ী ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি লিমিটেড (IBC) – কে দুটি বেতার কেন্দ্র চালানোর অনুমতি দেওবা । চুক্তি অনুযায়ী ২৩ জুলাই – ই বাোম্বাই কেন্দ্র থেকে সম্প্রচার শুরু হয় এবং বন। তা সেটি । হয় ১৯২৭ – এর ২৬ আগস্ট । ১৯৩০ – এর ১ মার্চ অবশ্য এই কোম্পানি দেওয়া হলে গি । তখন বস্তুত জনসাধারণের আগ্রহ এবং চাপেই ইংনোজ টাকার বেতার কে V ল পাখিও । নিতে বাধ্য হয় । চালু হয় ইন্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিস (আই এস বি এস) ১৯৩০ এর দিল । পায় । ১৯৩৬ – এর ৮ জুন আই এস বি এস – এর নতুন নাম হয় অল ইন্ডিয়া রেডিয়াো । থেকে । প্রথম দু'বছর পরীক্ষামূলক ভাবে চলার পর ১৯৩২ – এর মে মাসে থেকে এটি স্থায়ী কাল ১৯৫৭ থেকে অল ইন্ডিয়া রেডিয়াোর নাম হয় আকাশবাণী। ১৯৩৯ – এর ১ অক্টোবর থেকে শুরু হয় বহির্দেশীয় সম্প্রচার । বর্তমানে ১৫ টি বিদেশী ও ১২

টি ভারতীয় ভাষা নিয়ে ১৭ টি ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় এই বিভাগ থেকে । ১০৮ দেশে মােট ৭২ ঘণ্টা অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় ।

১৯৪৭ – এ স্বাধীনতার সময় দেশে ছিল মােট ছ'টি বেতার কেন্দ্র (দিল্লি , বােম্বাই , কলকাতা , মাদ্রাজ , লখনউ এবং তিরুচিরিপল্লি) । ওই সময় জনগণের মাত্র ১১ শতাংশ বেতার পরিষেবার আওতায় ছিল । ২০১৪ সালে বেতার কেন্দ্রর সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৩১ টি । জনসংখ্যার ৯৯.১৯ শতাংশ এবং দেশের মােট ভূ – ভাগের প্রায় ৯২ শতাংশ বেতার পরিষেবার অধীনে আসে । ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের ৩ অক্টোবর থেকে রেডিয়াে সিলােনের বিকল্প হিসেবে চালু হয় বিবিধ ভারতী । ১৯৫১ – এ আকাশবাণীর অঙ্গ হিসেবেই দিল্লিতে টেলিভিশন সম্প্রচার শুরু হয়। অবশ্য ১৯৭৬ – এর এপ্রিল দূরদর্শন নামে এই সংস্থা আলাদাভাবে সম্প্রচার শুরু করে । ১৯৭৭ – এর ২৩ জুলাই থেকে এফ এম রেডিয়াে প্রচার শুরু হয় চেন্নাই থেকে। ১৯৯৪ – এ এই এফ এম কেন্দ্রের সংখ্যা দাঁড়ায় ৮৫ টিতে । আকাশবাণীর ‘ বিবিধ ভারতী ’ বাণিজ্যিক সম্প্রচার পরিষেবা (সি বি এস) নামেও পরিচিত । অল ইন্ডিয়া রেডিয়াে বা আকাশবাণীর অন্যান্য বিভাগের মধ্যে আছে জাতীয় চ্যানেল (চালু হয় ১৯৮৮ – র ১৮ মে) , যুববাণী (১৯৬৯ এর ২১ জুলাই চা ইত্যাদি ।১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে আকাশবাণী ও দূরদর্শনকে স্বশাসন দেওয়ার জন্য প্রসার ভারতী কিল সংসদে গৃহীত হলেও সরকারের গড়িমসির কারণে এই আইন কার্যকর হয় ১৯১৭ – এর সেপ্টেম্বরে । আকাশবাণী ও দূরদশর্নের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক দুটি সংস্থা গঠিত হয়। বর্তমানে আকাশবাণীর অনুষ্ঠান ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রচারের প্রক্রিয়া চলছে। এই ডি আর এ প্রযুক্তি অনুসারে অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ব্যবস্থা ২০১৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়

এতিম

সায়ন্তন চ্যাটার্জ্জী,ছাত্রী

রোজকার মতনই অফিস অফিস ঘুরে চাকরি না পাওয়ায় ব্যার্থতা নিয়ে ভিড় বাসে বাড়ি ফিরছিল শুভ। হঠাৎ করেই ওর চোখে পড়লো ওর বাসের পাশেই মেঘলা তার গাড়ি নিয়ে তারই বাসের মতো গ্রীন সিগন্যাল এর অপেক্ষায়।

তাই আর শুভ দেরি না করে মেঘলাকে একটা ফোন করে।

- হ্যালো।

হ্যাঁ বল!

- কোথায় যাচ্ছিস গাড়ি নিয়ে?

মানে? তুই কোথায়?

- আমি তোর গাড়ির পাশের বাসে।

কোথায় গেছিলি?

- রোজকার মতন চাকরির খোঁজে।

খেয়েছিস কিছু?

- না!

শয়তান! দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেছে খাসনি কিছু! তাড়াতাড়ি বাস থেকে নেমে আমার গাড়িতে আয়।

শুভ জানে না গেলে সুনামী বয়ে যাবে তার ওপর দিয়ে তাই সে আর কথা না বাড়িয়ে বাস থেকে নেমে যায়। মেঘলা শুভ কে রেষ্টুরেন্ট এ নিয়ে চলে যায়।

শুভ এক মনে খাচ্ছে আর মেঘলা তার খাওয়া দেখছে। হঠাৎ করে মেঘলা বলে উঠল –

এভাবে আর কতদিন?

কি কতদিন?

– কি কতদিন বুঝিস না! আমার টাকায় আর কতদিন এভাবে চলবি বল?

আমার একমাত্র বউ এর বাপের টাকায় খাবো তো এতে কিপটামির কি আছে।

এই কথা বলেই শুভ আবার খাওয়ায় মন দিল। মেঘলা রাগটা কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছে। খাওয়া শেষ হলে মেঘলা বিল মিটিয়ে শুভ কে নিয়ে লেক এর দিকে চলে গেলো । চুপচাপ বসে আছে ওরা দুজন।

– শুভ এভাবে আর কতদিন চলবে বল? কিছু একটা কর অন্তত..... যেদিন আমি থাকবো না কিভাবে চলবি তুই?

দেখ মেঘলা বেশি কথা বলবি নাতো। তোর মত একটা লক্ষী বউ থাকতে অন্য কিছু কি করতে লাগে! আর তোর বাবার অনেক টাকা যেগুলো খেয়েই দুজনে শেষ করতে পারবো না।

– বয়েই গেছে তোর মত ছেলের বউ হতে;

হবি, হবি তুই হবি!

– দেখ শুভ এইসব কথা না বলে একটা চাকরির ব্যবস্থা কর না । আর চাকরি না হলে টিউশানী তো করা যেতেই পারে! এভাবে আমার ভয় করে, আমি না থাকলে তোর কি হবে বলতো?

দেখ মেঘলা এই সব চাকরি বা টিউশানী কোনোটাই আমার দ্বারা হবে না তার থাকে এটাই ভালো আছি।

– পরে বুঝবি এর মজা...

কথাটা বলেই মেঘলা রেগে উঠে চলে গেলো আর শুভও তার পিছু নিল।

এই যাচ্ছিস যা আমার যাবার ভাড়াটা তো দিয়ে যা ।

– দিতে পারবো না , পারলে হেঁটে যা ।

ওকে, গেলাম।

কথাটা বলেই শুভ হাঁটা শুরু করা দেয়।

মেঘলা গাড়ি করে যাবার সময় শুভর কাছে এসে গাড়ির কাঁচ নামিয়ে একটা পাঁচশো টাকার নোট দিয়ে বললো.....

– লিখে রাখিস পরে শোধ করে দিস।

মেঘলার গাড়িটা চলে যায় আর শুভ গাড়ি টার দিকে তাকিয়ে মুচকি মুচকি হাসছে।

এই চার বছরে শুভ মোট ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা নিয়েছে মেঘলার কাছ থেকে। নোট টা না ভাঙিয়ে সে হেঁটেই মেস এ চলে আসে।

এই বার এদের পরিচয়টা দি। মেঘলা বড়োলোক বাবার একমাত্র মেয়ে, বড়োলোক হলেও ওর মনটা খুব ভালো , রাগী হলেও ওর মত মেয়ে হয় না। আর শুভ গ্রামের ছেলে, পরিবার বলতে শুভ নিজেই, বাবা মা সব ওই দূর নীল আকাশের বাসিন্দা। অনেক করে ভার্সিটি অবধি এসেছে, পরিচয় বলতে এই টুকুই।

ভার্সিটি তে শুভ একদম উদাসীন ভাবে চলতো আর এই উদাসীন ছেলেটাকে দেখে মেঘলার খুব রাগ হতো।

শুভ এতটাই উদাসীন যে না খেয়ে থাকবে কিন্তু কিছু করবে না। মেঘলা খুব ভালো তাই শুভর যখন যা দরকার ও ওকে দেয়। এই চার বছরে শুভর জ্বালাতনে মেঘলা পাগল প্রায়। কিন্তু মেঘলাও শুভ কে কিছু বলতে পারে না , শুভর হাসি দেখলেই মেঘলার সব রাগ কমে যায়। অপর দিকে শুভ নিজেকে নিয়ে যত না কেয়ার করে তার চেয়ে মেঘলার বেশি কেয়ার করে। তাই তো মেঘলা কে খুব ভালোবাসে শুভ।

এই ভাবেই একের পর এক দিন চলে যেতে থাকে । তাই আর শুভর চাকরি করা হয় না। কিন্তু চাকরি না হলেও শুভ সেই প্রথম দিন থেকে রাতে ২ টো করে টিউশানি করে কিন্তু মেঘলা সেটা জানে না ।

একদিন বিকেল মেস-এ শুভ বসেছিল তখন মেঘলার ফোন আসে.....

-হ্যাঁ, বউ বলো!

– দেখ শুভ, সব সময় মজা আমার ভালো লাগে না।

মজা না আমি সত্যিই তোকে বউ করে নেবো রে।

– আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, আজ আংটি পড়াতে আসবে। বিকেলে তুই আমার বাড়ি আসিস, আর হ্যাঁ আমি তোকে যে শার্ট টা কিনে দিয়েছি সেটা পরে আসিস।

মেঘলার মুখে আংটি পরানোর কথা টা শুনেনে বুকটা যেন কেমন করে ওঠে শুভর, সে ভাবতে থাকে কিভাবে সম্ভব এটা; সে তো মেঘলা কে ভালোবাসে।

বিকেলে মেঘলার বাড়ি যায় শুভ, তার বাড়িতে অতিথি অনেক আসছে। মেঘলাকে আজ অনেক সুন্দর লাগছে, ছেলেটা মেঘলাকে আংটি পড়াতে যাবে তখনই শুভ ছেলেটার কাছে গিয়ে কলার ধরে বললো

– এই তোর সাহস কি করে হয় আমার পরীটাকে আংটি পরাস। আমি মেঘলা কে ভালোবাসি। মেঘলা শুধু আমার।

এরপর যেটা হয় সেটা বোধহয় ওখানে উপস্থিত কেউই ঠিক ভাবতে পারেনি। খুব জোরে থাপ্পরটা মারে শুভর গালে মেঘলা। অবাক হয়ে গালে হাত দিয়ে মেঘলার দিকে তাকায় শুভ।

– আমি তোকে ভালবাসি মেঘলা। বুকে জমে থাকা একগাদা কষ্ট নিয়ে শুভ বলে।

আবার একটা থাপ্পড় বসিয়ে দেয় মেঘলা।

আমি তোকে এখানে ডেকেছিলাম কি বিয়ে ভাঙতে?

আমি তোকে বন্ধু ভাবতাম শুভ আর তুই তার এই প্রতিদান দিলি? ভুলে যাস না শুভ তুই একটা এতিম।

মেঘলার মুখে এতিম শুনেই বুকটা কেঁপে উঠল শুভর। মেঘলা প্রথম দিন শুভকে বলেছিল খবরদার নিজেকে কোনোদিনও এতিম বলবি না। কিন্তু এখন ওর মুখেই এই শব্দটি শুনে স্তব্ধ হয়ে যায় শুভ ।

– তুই কি ভুলে গেছিস তুই আমার টাকায় চলিস, তোর পড়ার টাকাটা আমি দি, তোর মেস ভাড়া, তোর খাবার টাকা এমন কি তুই যে শার্টটা পরে এসেছিস সেটাও আমার দেওয়া।
একটা এতিম ছেলে তুই, যার না আছে ঘর না আছে বাড়ি, না আছে টাকা। তোর মত এমন ছেলেকে সাহায্য করলাম কি শেষমেষ আমার পরিবারকে ছোট করবি এই জন্য?
চলে যা আমার সামনে থেকে। আমি আর কোনো দিনও তোর ওই নির্লজ্জ মুখটা দেখতে চাই না।

– আমাকে মাফ করিস রে আমি বুঝতে পারিনি এমনটা হয়ে যাবে!

ছেলেটার কাছে এগিয়ে গিয়ে শুভ তার পা জড়িয়ে ধরে বলে.....

– ভাই আমাকে মাফ করে দেন ।

তারপর আবার মেঘলার কাছে গিয়ে বলে –"আমি তো ভুলেই গেছিলাম আমি এতিম। আমি ভুলেই গেছিলাম আমি তোর টাকা তে চলি। আমার যা আছে সবই তোর টাকা তে কেনা। দেখনা তুই আমাকে কত ভালো বন্ধু ভাবতিস আর আমি তোর বিশ্বাস কে এভাবে নষ্ট করে দিলাম। আসলে আমি বেহায়া রে।"

মেঘলার বাবার হাতটা ধরে শুভ বললো.....

"কাকু আপনাদের শুভ কাজে বাধা দেবার জন্য মাফ করবেন। আর মেঘলা শোন তুই যতই আমার মুখ টা না দেখতে চাস না কেন আমি কিন্তু তোর বিয়েতে আসবই।"

বলেই চোখটা মুছে শুভ মেস এ চলে আসে। আজ এই প্রথম ওর নিজেকে এতিম মনে হচ্ছে।আসলে মেঘলা কে নিয়ে একটু বেশিই স্বপ্ন দেখেছিল তাই কষ্ট টাও একটু বেশি পেলো সে।সারারাত আর ঘুমতে পারেনি শুভ।

পরদিন সকালে ব্যাংকে গিয়ে টিউশনির সব টাকা তুলে নিয়ে মেঘলার জন্য একটা সুন্দর নীল বেনারসি শাড়ি কিনে মেস এ ফিরল। কাল মেঘলার বিয়ে সারা বাড়িতে হই হুল্লোড় হচ্ছে,সবাই খুব খুশি আর খুশি হবে নাই বা কেনো একটামাত্র মেয়ের বিয়ে বলে কথা। শুধু মন টা খারাপ মেঘলার, শুভ কে ওই দিনকে ওই ভাবে বলের পর থেকেই ওর মনটা খুব খারাপ।

মেঘলা জানে শুভ-র হাজার কষ্ট হলেও সে কাঁদে না। মেঘলা ভাবে কাল বিয়েতে শুভ এলেই 'সরি' বলে দেবে ওকে। আর তাছাড়া মেঘলা ছাড়া তো আর শুভ-র কেউ নেই বিয়ের পরও নাহয় ও শুভকে দেখবে।

পরদিন রাত ৮ টা। শুভ মেঘলাদের বাড়ির গেটের কাছে দাঁড়িয়ে, হাতে মেঘলার জন্য কেনা গিফ্ট। শুভ কে দেখেই দারোয়ান কাকা বললো.....

“আরে শুভ বাবা বাইরে দাঁড়িয়ে যে ভিতরে যাবে না?”

– না কাকা আজ অনেক কাজ আছে আমার। আমার এই গিফ্টটা ধরুন। এটা মেঘলাকে আমি দিয়েছি। ও আজ যেন না খোলে, বিয়ের পর খোলে যেন এটা একটু ওকে বলবেন।

“সে কি বাবা তুমি যাবে না ?”

– ওই যে বললাম কাকা আজ অনেক কাজ আছে । আসি ভালো থাকবেন!

পিছু ফিরে হাঁটা শুরু করে শুভ, কি ভেবে একবার বাড়িটার দিকে দেখলো, দু'তলা বাড়িটা খুব সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছে। শুভর খুব ইচ্ছা করছে ভিতরে গিয়া মেঘলাকে বউ এর সাজে দেখতে। কিন্তু মেঘলা যে সেদিন খুব সহজেই বলে দিয়েছে শুভর মুখ আর দেখতে চায় না। তাই তো শুভ তার শেষ ইচ্ছাটুকুও হাসির মাঝে চাপা দিয়ে পিচ ঢাকা রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে। পকেট থেকে বাটন ফোনখানা বার করে। শুভর ফোনটা ভাঙা হলেও ডিসপ্লেতে মেঘলার ফটো টা খুব সুন্দর মানিয়েছে।

ফোনটি থেকে সিম টা খুলে ফেলে দিতে পুরো পৃথিবীর সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় শুভর। যার পুরো পৃথিবীতে আপন বলে কেউ নেই তার জন্য কেউ কষ্ট পাবে না। একজন আপন ছিল সেও এখন অন্য কারুর হয়ে গেছে। হাসতে হাসতে আঁধারের মধ্যে দিয়ে মিলিয়ে যায় শুভ। অপর দিকে মেঘলা বিয়ে বাড়িতে শুভর খোঁজ করে কিন্তু পায়না । দারোয়ান কাকা গিফ্টটা মেঘলার হাতে দিয়ে বললো .....

“মামনি এটা শুভ বাবা দিয়াছে তোমাকে।”

– শুভ দিয়েছে! কিন্তু ও কোথায়?

"বললো আজ নাকি ওর অনেক কাজ তাই চলে গেলো আর হ্যাঁ ও বলেছে এটা নাকি স্পেশল গিফ্ট তুমি যেন বিয়ের পর খোলো।"

মেঘলা ভাবে শুভ খুব অভিমান করে আছে তাই বিয়ের পর গিয়ে অভিমান ভাঙাবে বলে মন থেকে এই সব ঝেড়ে ফেলে। বিয়েটা খুব ধুমধাম করে হয়ে যায়। বিয়ের পর কয়েকটি দিন এদিক ওদিক যেতে যেতেই কেটে যায় মেঘলার, শুভ র কথা সে ভুলে গেছে প্রায়। একদিন রাতে ব্যাগ গুছিয়ে রাখতে গিয়ে মেঘলা তার লাগেজ থেকে শুভর দেওয়া গিফ্টটা পায়। তাড়াতাড়ি সে সেটা খুলে দেখে সুন্দর একটা নীল বেনারসি শাড়ি। মেঘলা ভাবে পাগলটার পছন্দ আছে। শাড়ি টা খুলতেই মেঘলা খুব অবাক হয় অনেক টাকার সঙ্গে একটা কাগজ, সে কাগজটা নিয়ে পড়তে শুরু করে.....

প্রিয় বউ,

কিরে কেমন আছিস বউ? রাগ করিস না তোকে বউ বললাম বলে। কি করবো বল ভালোবাসি যে তোকে। জানিস তো আমি ইচ্ছা করেই তোর কাছ থেকে টাকা নিতাম। তোর কাছ থেকে মোট আমি ১ লাখ ২৫ হাজার টাকা নিয়েছিলাম যেটা এখানে আছে। ভাবছিস এত টাকা কোথায় পেলাম! তোকে না জানিয়ে ২ টো টিউশনি করতাম সেখান থেকেই জমিয়ে তোর জন্য রেখেছিলাম। কোনো দিন তো তোকে কিছুই দিতে পারিনি বেহায়ার মত শুধু নিয়েই গেছি, তাই প্রথম আর শেষ একটা গিফ্ট দিলাম। শাড়ি টা হয়তো ভালো হয়নি তাই নারে ? কি করবো বল ? তুই তো জানিস পছন্দ করতে পারি না তবুও শাড়ি টা পড়িস কেমন? আর তুই বলেছিলি না কোনো দিনও আমার মুখ দেখতে চাসনা, একদম টেনশন নিস না আর কোনো দিনও তোর সামনে যাব না। জানিস তো তুই ছাড়া আমার কেউ নেই। আমি তো তোর সাথে চলতে চলতে ভুলেই গেছিলাম আমি একটা এতিম। তবে সেদিন তুই আমাকে "এতিম" বলে মনে করিয়ে দিলি অনেক ধন্যবাদ তোকে। শেষপর্যন্ত নিজের ভুলে এই এতিমটার আর কেউ রইলো না রে। তাই পুরো পৃথিবী থেকে সংযোগটা বিচ্ছিন্ন করে নিলাম, পারলে আমাকে ক্ষমা করে দিস কেমন? তোদের সাংসারিক জীবন সুখের হোক, ভালো থাকিস বউ.....।

"যদি কখনো আবার হয় দেখা, যদি পথ দুটো না হয় একা, তবে রোজ রাতে আমি তারা হয়ে জ্বলব তোরই ইশারায়!"

ইতি,
শুভ

চিঠিটা পড়ে চোখের জল যেন বাধা মানছে না মেঘলার। তাড়াতাড়ি করে ফোন নিয়ে ফোন করলে ওপাশ থেকে সুন্দর ভাবে ভেসে আসে .....

'আপনার কাঙ্খিত নম্বরে এই মুহূর্তে সংযোগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।'

হু হু করে কেঁদে ওঠে মেঘলা। সেই রাতেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পরে শুভকে খুঁজতে, কিন্তু সারা শহর খুঁজেও সে শুভকে পায় না, পাবেই বা কি করে শুভ যে আজ চলে গেছে না ফেরার দেশে।

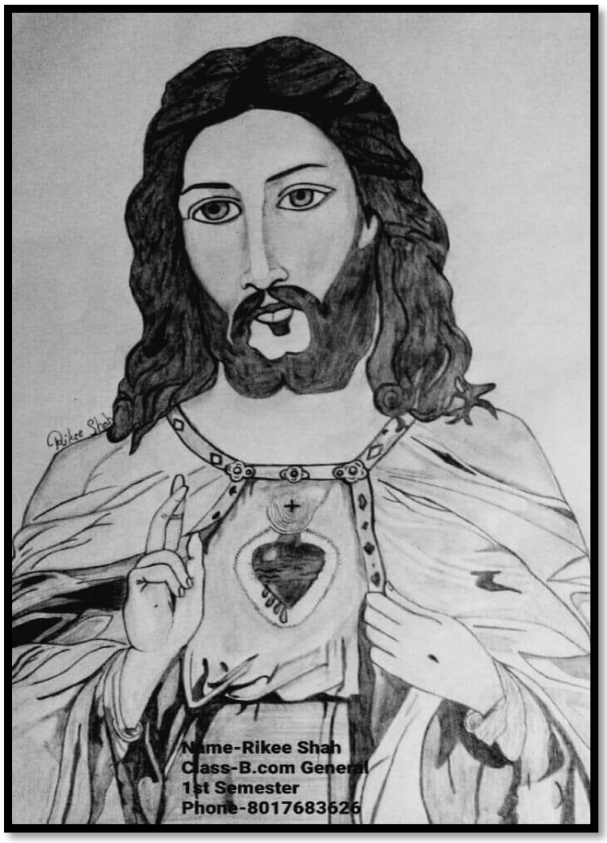
Name-Rikee Shah
Class-B.com General
1st Semester
Phone-8017683526

Name: TRILOKESH JANA ROY.
1st Semester B.com(H)
Phone no. : 8697208566

Soumik Sarkar
Bcom HONS sem 1
9674481298